রাঁচি, বুধবার

20:12:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>071 >> 03 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৭১ >> << ০৩রা, পৌষ ১৪৩০>>

04

সার্বিয়ার নির্বাচনে ক্ষমতাসীন জয়ী কিন্তু রাজধানীতে জালিয়াতির অভিযোগ

সার্বিয়া : সোমবার আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, সার্বিয়ায় সপ্তাহান্তে আকস্মিক নির্বাচন অন্যায্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে একাধিক অনিয়মের খবর পাওয়া গেছে। সার্বিয়ায় প্রেসিডেন্ট আলেকসান্ডার ভুচিচের বিরোধীরা রাস্তায় নামে। তাদের দাবি নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। বলকান দেশটিতে রবিবারের সংসদীয় এবং স্থানীয় ব্যালট নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। বেলগ্রেডে কয়েক হাজার মানুষ প্রাদেশিক নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ের বাইরে জড়ো হয়েছিল। তারা সেখানে চোর, চোর বলে স্লোগান দিচ্ছিলো। বিরোধী নেতারা সিটি নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ করে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা ভবনের চারপাশের বেষ্টনী ভেঙে ফেলে। প্রাথমিক সরকারি গণনায় নিশ্চিত করা হয়, প্রেসিডেন্ট আলেকসান্ডার ভুচিচের ক্ষমতাসীন দল সংসদীয় নির্বাচনে জিতেছে। তবে বেলগ্রেডের স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে একটি বিরোধী গ্রুপ বলেছে যে নির্বাচন ছিনতাই হয়েছে। তারা বলেছে তারা এর ফলাফলের স্বীকৃতি দেবে না এবং তারা পুনরায় ব্যালট গণনার দাবি করবে। প্রাথমিক এক বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক অধিকার পর্যবেক্ষকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি মিশন বলেছে, নির্বাচনটি কড়া বক্তব্য, গণমাধ্যমের পক্ষপাতিত্ব, সরকারি খাতের কর্মচারিদের ওপর চাপ এবং সরকারি সম্পদের অপব্যবহারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 71434.19 +122.10
NIFTY : 21453.10 +34.45

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
21.00 °c	09.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .07 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06 .25 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

গাজায় নিহত ১৯ হাজার ৫০০, শিশু ৭ হাজার ৭০০ ছাড়াল

গাজা : ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১৯ হাজার ৫০০ মানুষ নিহত হয়েছে। এর মধ্যে শিশুই ৭ হাজার ৭০০-এর বেশি। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে গতকাল সোমবার পর্যন্ত ইসরায়েলের হামলায় গাজায় মোট নিহত ১৯ হাজার ৪৫৩ জন। এর মধ্যে ৭ হাজার ৭২৯টি শিশু এবং ৫ হাজার ১৫৩ জন নারী।

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় আহত হওয়ার সংখ্যা ৫২ হাজার ২৮৬। তাদের মধ্যে শিশু ৮ হাজার ৬৬৩টি এবং নারী ৬ হাজার ৩২৭ জন। এ ছাড়া গাজায় এখনো প্রায় আট হাজার মানুষ নিখোঁজ।

অন্যদিকে ৭ অক্টোবরের পর থেকে গতকাল পর্যন্ত অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানের সময় ৩০১ জনের প্রাণ গেছে। এর মধ্যে ৭২টি শিশু। আহত ৩ হাজার ৩৬৫ জনের বেশি।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায়। এতে নিহত হন ১ হাজার ১৩৯ জন। আহত হওয়ার সংখ্যা ৮ হাজার ৭৩০। এ হিসাব ইসরায়েল সরকারের।

হামাসের হামলার জবাবে ৭ অক্টোবরই গাজায় পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এরপর দুই মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। মাঝে যুদ্ধবিরতির কয়েক দিন বাদে গাজায় নির্বিচার হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। হামলা থেকে মসজিদ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, আশ্রয়শিবির কিছুই বাদ যায়নি।

গাজার উত্তরাঞ্চলের কামাল আদওয়ান হাসপাতালে গত সপ্তাহে অভিযান চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বহু বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। গাজার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বুলডোজার দিয়ে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের অস্থায়ী আবাস গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

ইসরায়েলের অভিযোগ, হামাসের সদস্যরা আশ্রয়স্থল হিসেবে হাসপাতালটি ব্যবহার করছিলেন। গাজায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) কর্মকর্তা রিচার্ড পিপারকর্ন বলেন, 'ইসরায়েলি অভিযানের পর হাসপাতালটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি, হাসপাতালের কার্যক্রম আর কখনোই চালু হবে না।' রিচার্ড পিপারকর্ন আরও জানান, সেখানে থাকা শিশুসহ রোগীদের অন্যান্য হাসপাতালে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনী গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এমনটাই মনে করছে ডব্লিউএইচও।

রাহুল গান্ধী কে অমিত শাহের মানহানির মামলায় আদালতে হাজিরার নির্দেশ

নয়া দিল্লি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মানহানির অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরের একটি আদালত শনিবার ১৬ ডিসেম্বর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর প্রতি নির্দেশ জারি করেছে। তাকে শনিবারই আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছিল। রাহুল গান্ধী ১৬ ডিসেম্বর উপস্থিত হননি। নিম্ন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এরপরই জানিয়ে দেন, ৬ জানুয়ারি সশরীরের হাজির হতেই হবে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে।

অমিত শাহের মানহানির অভিযোগ নিয়ে মামলাটি করেছেন উত্তর প্রদেশের বিজেপি নেতা বিজয় মিশ্র। তার অভিযোগ, ২০১৮ সালের ৪ অগাস্ট একটি জনসভায় রাহুল গান্ধী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছিলেন। মোদী পদবীধারীদের মানহানির মামলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মানহানির অভিযোগে গুজরাটের সুরাটের আদালত রাহুল গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করে দু' বছরের কারাবাসের সাজা দেয়।

সেই মামলায় কংগ্রেস নেতা বর্তমানে জামিনে মুক্ত। জামিন মেলায় লোকসভার সদস্যপদ চলে যাওয়ার পরও ফিরে পেয়েছেন।

সুলতানপুরের এমপি এমএলএ আদালত এর আগে রাহুল গান্ধীকে সশরীরে হাজিরা থেকে ছাড় দিয়েছিল। ২৭ নভেম্বর মামলার শুনানি শেষ হয়।

শনিবার ১৬ ডিসেম্বর রাহুল গান্ধীর বক্তব্য নথিভুক্ত করতে তলব করেছিলেন বিচারক। কংগ্রেস নেতার পক্ষ থেকে হাজির থাকতে না পারার কথা আদালতকে জানানো হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে জানা যায়নি।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

ভারতের সংসদে একদিনে সাসপেন্ড ৭৮ জন বিরোধী সংসদ সদস্য

নয়া দিল্লি : ভারতের সংসদে সোমবার ১৮ ডিসেম্বর মোট ৭৮ জন সংসদ সদস্যকে সাসপেন্ড করা হল। ভারতের সংসদের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। সংসদের দুই কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে মোট ৭৮ জন সংসদ সদস্য একদিনে সাসপেন্ড করা হয়েছে। লোকসভায় 'স্মোক বম্ব' কাণ্ডে সংসদের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠে গেছে বলে প্রথম থেকেই সরব ছিলেন বিরোধীরা। সোমবার সেই বিষয় নিয়েই আলোচনার দাবিতে সরব হন তারা। এদিন ভারতীয় সময় সকাল থেকে এই ইস্যুতে দফায় দফায় লোকসভা ও রাজ্যসভাতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা। এই প্রতিবাদের জেরে এদিন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা একসঙ্গে ৩৩ জন সংসদ সদস্যকে সাসপেন্ড করেন। এদিন লোকসভায় টেলিকম বিল পেশ করে কেন্দ্র সরকার। সেই নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই সংসদের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ দেখান বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা। তারা দাবি তোলেন সংসদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হোক। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতি দাবি করেন বিরোধীরা। তাই নিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। এই বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন লোকসভায় কংগ্রেস দলনেতা অধীর চৌধুরী। কংগ্রেসের সংসদ সদস্যদের সঙ্গেই স্লোগান তোলেন তৃণমূল, ডিএমকের সংসদ সদস্যরাও। এই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে স্পিকার ওম বিড়লা ৩৩ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করেন। রাজ্যসভাতেও একই ইস্যুতে বিক্ষোভ শুরু হয়। যা নিয়ে একাধিকবার স্পিকার জগদীপ ধনকড় বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের সতর্ক করেন। এদিন অধিবেশন চলাকালীন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড় বিরোধী সংসদ সদস্যদের নিজেদের আসনে গিয়ে বসতে বলেন। তিনি বারবার বলেন, মাননীয় সাংসদদের সংসদে নিয়মানুযায়ী আচরণ করার অনুরোধ করছি। কিন্তু তারপরও বিক্ষোভ থামাননি বিরোধীরা। তারপরই দেখা যায় রাজ্যসভার স্পিকার জগদীপ ধনকড় ৩৪ জন সংসদ সদস্যকে সাসপেন্ড করেন। শীতকালীন অধিবেশনের বাকি দিনগুলোতে সাসপেন্ড হওয়া সংসদ সদস্যরা আর সংসদের আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন না। শুধু ৩৪ জন নন, এছাড়াও প্রিভিলেজ কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আরও ১১ জন সংসদ সদস্যকে সাসপেন্ড করা হয় রাজ্যসভা থেকে। গত সপ্তাহে ১৪ জন বিরোধী সংসদ সদস্যকে সাসপেন্ড করেছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সব মিলিয়ে লোকসভার ৪৬ জন সংসদ সদস্যকে চলতি শীতকালীন অধিবেশনে সাসপেন্ড করা হল। রাজ্যসভায় এই নিয়ে ৪৬ জনকে সাসপেন্ড করলেন রাজ্যসভার স্পিকার জগদীপ ধনকড়। তারমধ্যে শুধু সোমবারই ৪৫ জনকে সাসপেন্ড করা হল। গত সপ্তাহে তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য তথা রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনকে সাসপেন্ড করেছিলেন তিনি।

ভারত সরকার করোনা নির্দেশিকা জারি করল সব রাজ্যের জন্য

নয়া দিল্লি : করোনা মহামারী শুরুর ২ বছর পর ২০২৩-এর বছরের ৩১ মার্চ থেকে কোভিড প্রোটোকলের যাবতীয় বিধিনিষেধ সরকারিভাবে তুলে নিয়েছিল ভারতের কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রানালয়ের তরফে এ ব্যাপারে দেশের প্রতিটি রাজ্যকে নির্দেশও পাঠানো হয়েছিল। এর ঠিক সাড়ে আট মাসের মাথায় সোমবার ১৮ ডিসেম্বর পুনরায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে চিঠি পাঠিয়ে রাজ্যগুলিকে জানানো হল, কোভিড নিয়ম মেনে চলতে হবে। আট দফা নির্দেশিকা মেনে চলার কথা বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রানালয়ের পাঠানো এই চিঠিতে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব সুধাংশ পন্থের সাক্ষর সম্বলিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোভিড সতর্কতায় প্রতিটি রাজ্য ও জেলাগুলিকে নজরদারি আরও বাড়াতে হবে।

ইতিমধ্যে কেরল এবং উত্তর প্রদেশে কোভিডের নয়া সংক্রমণের হদিশ মিলেছে। কেরলে কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে চার জনের এবং উত্তর প্রদেশে এক জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রানালয় সূত্রের খবর, মৃতদের শরীরে কোভিডের সাব ভেরিয়েন্ট জেএন.১ এর সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ৩৩৫ জন রোগী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১ হাজার ৭০১।

ডিসেম্বর মাসের শেষেই রয়েছে উৎসবের মরশুম। বড়দিন, পুরনো বছর শেষে নতুন বছরের উদযাপন। এই বিষয়ে সতর্ক করে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন উৎসবে ভিড়ের দিকে বাড়তি নজরদারি রাখতে হবে। জনস্বাস্থ্যর দিকে বাড়তি নজর দিতে হবে যাতে নতুন করে সংক্রমণ না ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রমিত এলাকায় কোভিড নিয়ম ফের নিশ্চিত করতে হবে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, নিয়মিত জেলাভিত্তিক আক্রান্তদের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। কোভিড পরীক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশি যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায়। বিশেষত, আক্রান্তের শরীরে কোভিডের নতুন কোনও সংক্রমণের নমুনা রয়েছে কিনা, এ ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু ভারত নয় বিশ্বের নানা প্রান্তেই নতুন করে করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়ান্ট সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ায় সংক্রমণ ছড়িয়েছে। তাই নজরদারির ওপর জোর দিতেই দেশের রাজ্যগুলিকে সতর্ক করতেই কেন্দ্র সরকার নির্দেশিকা জারি করেছে।

যুদ্ধবিরতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অল্প সময় পরে অনুরূপ এক প্রস্তাবকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছিল

গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য জাতিসংঘে নতুন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে

জেনেভা (এজেন্সী): গাজা ভূখণ্ডে মানবিক কারণে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে এক প্রস্তাবে সোমবার ভোট হতে পারে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে।

একই সময়ে। বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরাইলের পরবর্তী পর্যায়ের পরিকল্পনা কী, তা নিয়ে আলোচনা করতে ইসরাইল গিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন ।

ইসরাইলের পৌঁছনোর পর অস্টিন এক্স এ (সাবেক টুইটার) বলেছেন, তিনি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের সঙ্গে বৈঠককে ব্যবহার করবেন ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনরায় জানানোর জন্য, এবং গাজায় ত্রাণ সামগ্রীর সরবরাহ অব্যাহত রাখার পথ সুগম করার জন্য।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের খসড়া বেশ কয়েকটি সংবাদ সংস্থা দেখেছে। এই খসড়ায় নিরাপদ ও অবাধ মানবিক যোগাযোগের জন্য জরুরি ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হয়েছে।

ট্রাক ভর্তি ত্রাণ সামগ্রী গাজায় পৌঁছাচ্ছে, এবং ত্রাণ সরবরাহের জন্য গত সপ্তাহে ইসরাইল আরও একটি ক্রসিং খুলে দিয়েছে। তবে, জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা জানিয়েছে, যুদ্ধের আগে গাজাতে দৈনিক ৫০০ ট্রাক ত্রাণ নিয়ে প্রবেশ করত, কিন্তু শনিবার মাত্র ১২১টি ত্রাণ বোঝাই ট্রাক গাজা ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে, যে সংখ্যা অনেক কম। এই মাসের শুরুর দিকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাব ব্যর্থ হয় কারণ এই যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল যুক্তি দিয়েছে, যুদ্ধবিরতি হামাসকে সুবিধা করে দেবে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অল্প সময় পরে অনুরূপ এক প্রস্তাবকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছিল, কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি বাধ্যতামূলক নয়।

রবিবার ইসরাইলে সফরকালে ফরাসি বিদেশ মন্ত্রী ক্যাথেরিন কলোনা আরও জিম্মির মুক্তির লক্ষ্যে, গাজায় বেশি পরিমাণ ত্রাণ প্রবেশের জন্য ও রাজনৈতিক সমাধান সূত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আশু যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন।

যুক্তরাজ্যের সানডে টাইমসে প্রকাশিত এক যুগ্ম নিবন্ধে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ও জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যানালেনা বেরবকও গাজায় টেকসই যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন।

তাঁরা লিখেছেন, ইসরাইলের অভিযান যদি ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে ফেলে, তাহলে ইসরাইল এই যুদ্ধে জয়ী হবে না।

ইসরাইলের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৭ অক্টোবরে হামাস ইসরাইলে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ১২০০ মানুষ হত্যা করে এবং ২৪০ জনকে জিম্মি করে নেয়। হামাসকে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিওন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করে। গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মত্রানালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গাজায় ইসরাইলের বিমান হামলা এবং স্থল অভিযানে ১৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য বিদেশে পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক

উত্তর দিনাজপুরঃ দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য বিদেশে পাচারের অভিযোগে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করলো মুম্বাই অ্যান্টি টেরোরিজম স্কোয়াড বা এ টি এস।এই মামলাতেই ৩ দিনের টার্নজিট রিমান্ডে ১৮ ই ডিসেম্বর মুম্বাইর আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছেন সিজেএম। গত শুক্রবার রাতে কালিয়াগঞ্জ শহর লাগোয়া ভান্ডার অঞ্চলের কাকড়ামোড় এলাকার ওই যুবককে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে টার্নজিট রিমান্ডে মুম্বাই নিয়ে গিয়েছেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে ধৃত যুবকের নাম মুক্তা মাহাতো। সে ওই এলাকায় একটি কম্পিউটারের দোকান করতো। দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য বিদেশে পাচারের ঘটনায় তার একাউন্টে হাজার হাজার টাকাও ঢুকেছিল। এই ঘটনা জানতে পেরেই হুঁশ উড়ে যায় তদন্তকারীদের। কালিয়াগঞ্জের মতো গ্রামীন এলাকায় বসে কিভাবে দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিদেশের হাতে তুলে দিল ওই যুবক তা ভেবেই কূলকিনারা পাচ্ছে তার পরিবার ও প্রতিবেশিরা।বাড়ির লোকজনও ছেলের এই কীর্তি বিশ্বাস করতে পারছে না।বর্তমানে দেশে জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধে ও জেহাদিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে মোদি সরকার। তারই মধ্যে কয়েকদিন আগে সংসদে ঘটে অঘটন। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের ঘটনায় কার্যত হতবাক জেলার মানুষও। এব্যাপারে সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, অফিশিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টে তার বিরুদ্ধে মামল রুজু হয়েছে। ভারতীয় কিছু গোপন নথি পাচারের অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জনতে পারে মুক্তা মাহাতোর সঙ্গে আর্থিক লেনদেন হয়েছে। মূলত মুম্বই ডক ইয়ার্ডে যে সমস্ত জাহাজ আনাগোনা করত সেখানে নজরদারি চালাত তারা।সেখানকার গোপন নথি বিদেশে পাচার করতো। এই মামলাতেই ৩ দিনের টার্নজিট রিমান্ডে ১৮ ই ডিসেম্বর মুম্বাইর আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছেন সিজেএম।

রাম মন্দিরের পুজোর জন্য অক্ষত চাল নিয়ে মহা মিছিল বের হল ইসলামপুরে

উত্তর দিনাজপুর । অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে রাম মন্দির থেকে পাঠানো অক্ষত পুজোর চাল এসে পৌঁছল উত্তর দিনাজপুর জেলার। সেই চাল নিয়ে ইসলামপুর ফার্ম কলোনী মাঠ থেকে রাধা গোবিন্দ মন্দির পর্যন্ত শোভাযাত্রা বের করা হয়। ১ জানুয়ারি থেকে বাড়ি বাড়ি সেই চাল দিয়ে শুরু হবে রাম মন্দিরে যাওয়ার আমন্ত্রণ। গৌরাঙ্গ তালাপত্র উত্তরবঙ্গ প্রান্তীয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ সম্পাদক।

বিজেপির পর এবার সিপিএম এবং কংগ্রেসকে ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির

মালদাঃ বিজেপির পর এবার সিপিএম এবং কংগ্রেসকে ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির।রতুয়া দুই ব্লকের সম্বলপুরে ব্লক সম্মেলন থেকে এই হুঁশিয়ারি দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি।

বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেন, সিপিএমের নেতারা বুক চিতিয়ে আপনার সামনে মমতা ব্যানার্জিকে গাল দিচ্ছে। আপনার বুকের উপর দাঁড়িয়ে মমতা ব্যানার্জির সমস্ত সুযোগসুবিধা লুট করে নিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে খারাপ কথা বলছে চোর বলছে আর আপনি প্রতিবাদ করছেন না। আপনি কোন টিএমসি,আপনি কোন তৃণমূল। আপনাকে বলতে হবে মমতা ব্যানার্জির সমস্ত সুযোগসুবিধা নিয়ে সিপিএম কংগ্রেস গ্রামের দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা তার প্রতিকার করে তাদেরকে ঘেরাও করতে পারছি না। মানুষের মধ্যে গিয়ে গিয়ে মানুষকে বলতে পারছি না এই চোর সিপিএম এই চোর কংগ্রেস ওর বাড়ির বউ লক্ষীর ভান্ডার পাই, ওর ছেলের সাইকেল পেয়েছে, ওর মেয়ে কন্যাশ্রী পেয়েছে, ও ওখানে বিনা পয়সায় চাল পায়। স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড পাই তবুও মমতা ব্যানার্জিকে গাল দিচ্ছে। ঘেরাও করুন এই ধরনের সিপিএম কংগ্রেসকে।

মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ! গ্রেফতার বিজেপি নেতা

ময়নাগুড়ি ঃ এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠলো এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ জমা হতেই গ্রেফতার হয়েছেন সেই বিজেপি নেতা। রবিবার ধৃত বিজেপি নেতাকে আদালতে পাঠায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ময়নাগুড়ি ব্লকের দমোহনি বাজারে সঞ্জীব দাস নামের এক ব্যক্তির টেইলরের দোকানে ব্লাউজ বানাতে দিয়েছিলেন ময়নাগুড়ি ৭ নম্বর ওয়ার্ডের এক মহিলা। সেই সময় মাপজোক করার অছিলায় সেই মহিলাকে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। এরপর পাশের এক পার্লারে গিয়ে বিষয়টি জানালে এবং বাড়ির লোককে খবর দিলে সেখানে গিয়ে দোকান মালিককে ধরে থানায় নিয়ে আসতে চাইলে স্থানীয়রা বাধা দান করেন। এরপর ওই মহিলা এবং তার স্বামী ময়নাগুড়ি থানায় এসে অভিযোগ জমা করেন। রবিবার সকালে সেই টেইলর দোকান মালিককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন। জানা যায়, সেই টেইলর দোকানের মালিক সঞ্জীব দাস বিজেপি দলের দমোহনি ১ অঞ্চলের কনভেনর। রবিবার ধৃত বিজেপি নেতাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় রাজনৈতক ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন বিজেপি। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস

জেনারেটর সরবরাহের নামে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার একজন

শিলিগুড়ি ঃ জেনারেটর সাপ্লাইয়ের নাম করে সেভক রোড এর ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে একটি অফিস বানিয়ে রেখেছিল রেশব গোয়েল নামে এক ব্যক্তি।শিলিগুড়ি শহর ও শহরে বাইরে এই ব্যাবসা নাম করে মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাদ করে নিয়েছে বলে অভিযোগ। দার্জিলিঙের কাকাঝোড়া এলাকার বাসিন্দা মহানিশ লামানামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে জেনেরেটর দেওয়ার নাম করে ২ লক্ষ টাকা নিয়ে আর জেনেরেটর সাপ্লাই দিচ্ছিলো না। তারপর সেই ব্যক্তি বুঝতে পারে পতোরনা সিকার হয়েছেন । তারপর বিষয়টি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পানিটেংকি টাউন ফারিতে অভিযোগ দায়ের করা হয় । সেই তদন্তে নেমে পুলিশ গতকাল রাত্রে সেভক রোড থেকে রেশব গোয়েল কে গেপ্তার করে পানিটেংকি টাউন পুলিশ।আজ ধৃত রেশর গোয়েল কে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয় ।

তৃনমূল শিক্ষক নেতার রহস্য মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি শহরের সুহৃদ লেন এলাকার একটি ফ্লাটে পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা জামালদহ জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক গুঞ্জন সরকার(৪৭)। সোমবার ভোরে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তারা খবর দেন পুলিশকে। পুলিশ এসে তার দেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষনা করে। স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল ব্যানার্জী জানিয়েছেন গুঞ্জন বাবু তার ফ্ল্যাটের ছাঁদ থেকে ঝাপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে কেনো তিনি আত্মঘাতী হলেন তার কারন তার জানা নেই। বিষয়টি নিয়ে পূর্নাঙ্গ তদন্তের দাবী জানিয়েছেন তার দাদা সঞ্জয় সরকার এবং ও স্থানীয় তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের নেতারা।দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

ফারাক্কা এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার কচ্ছপ, মালদা টাউন স্টেশনে গ্রেপ্তার দুই মহিলা

মালদা ঃ মালদহে কচ্ছপ পাচার রুখলো আরপিএফ। দিল্লি ফেরত ফারাক্কা এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার কচ্ছপ। মালদা টাউন স্টেশনে পাঁচটি কচ্ছপ উদ্ধার। ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই মহিলা। ধৃত দুই মহিলা মিনাদেবী ও লাখোদেবী ভাগলপুরের বাসিন্দা। ধৃতরা সম্পর্কে দুই বোন। সাহেবগঞ্জ থেকে কচ্ছপ গুলি ট্রেনের তোলা হয় বলে জানতে পেরেছে আরপিএফ। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে আরপিএফ। ধৃত দুই মহিলা কচ্ছপ পাচার চক্রের ক্যারিয়ার বলে প্রাথমিক অনুমান। টাকার বিনিময় কচ্ছপগুলি হাত বদলের জন্য তাদের বলা হয়েছিল বলে প্রাথমিক জেরায় জানিয়েছে ধৃতরা।

কাঠ মিল থেকে গলা কাটা দেহ উদ্ধার চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়

মালদা ঃ কাঠ মিল থেকে গলা কাটা দেহ উদ্ধারকে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের মালিওর গ্রামে।মৃত ব্যাক্তির নাম সরিফুল হক(৪০)।কাঠের ফার্নিচারের দোকান ছিল তার। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গাজমেরে নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরিবার সূত্রে জানান যায় যে ,সকাল বেলা মালিওর গ্রামে সিরাজুল হকের কাঠ মিলে ফার্নিচারের কাঠ চেরাতে যান সরিফুল হক। হঠাৎ তার বাড়িতে খবর আসে যে সরিফুলের গলাকাটা দেহ পরে রয়েছে কাঠ মিলে।পরিবারের লোক খবর পেয়ে কাঠ মিলে এসে দেখে গলা কাটা দেহ পরে রয়েছে।তবে ওই মিলের কর্মরত কর্মচারীরা পালিয়ে যায়।কাঠমিলে কাঠ চেরাইয়ের কাজ করতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা নাকি খুন। তদন্ত করছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

মালদার ইংলিশ বাজার থানার পৃথক দুই জায়গায় খুন দুই ব্যক্তি

মালদা ঃ সাতসকালে মালদার ইংলিশ বাজার থানার পৃথক দুই জায়গায় খুন দুই ব্যক্তি। প্রথম ঘটনা ঘটে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র দু কিলোমিটার দূরে আম বাগান থেকে বস্তা বন্দী এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনা ইংলিশ থানার খিড়কি নলপুকুর এলাকার। তবে মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ কুপিয়ে খুন করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে। এরপর প্রমাণ লোপাট করতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া আমবাগানে বস্তায় ভরে ওই ব্যক্তিকে ফেলে পালিয়েছে দুস্কৃতীরা। অন্যদিকে আজ সকালেই মালদার ইংলিশ বাজার থানার কাজী গ্রাম এলাকায় জলাশয় থেকে এক ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তবে মৃতদেহর নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ কুপিয়ে খুন করা হয়েছে ব্যক্তিকে।

রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের ছবি দেওয়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পেজে অশ্লীল পোস্ট

মালদা ঃ রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের ছবি দেওয়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পেজে অশ্লীল পোস্ট। পর্নোগ্রাফি পোস্ট। এই নিয়ে শোরগোল। মালদা সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের। মালদার মোথাবাড়ির ঘটনা। মোথাবাড়ি ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি তহিদুর রহমান সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ক্ষুব্ধ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর কথায় এটি বিরোধীদের চক্রান্ত। তবে মোথাবাড়ির তৃণমূল নেতারা এটা জানিয়েছেন যে এই পেজ টি বেশ কিছু বছর আগেই খোলা হয়েছিল। দলের কর্মসূচি জানানো হত। এখন কে বা কারা এই কান্ড করল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিলিগুড়ি কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে বিতরণ করা হল অযোধ্যা থেকে আগত পবিত্র চাল সহ কলস

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে বিতরণ করা হল অযোধ্যা থেকে আগত পবিত্র চাল সহ কলস। সকাল দশটায় আনুষ্ঠানিকভাবে রামনগরী অযোধ্যা থেকে পূজিত অক্ষত পবিত্র হলুদ চালের সঙ্গে ১৫ কুইন্টাল চাল, ১০০কেজি ঘি এবং ৫০ কেজি হলুদের মিশ্রণ করে তা কলস ভর্তি করে গৌড়ীয় মঠে তুলে দেওয়া হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে এই কলস তুলে দেওয়া হয়। সেই চালের ৩২২টি কলস বানিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি পাশের রাজ্য সিকিমেয় পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন মন্দিরের পৌরহীদদের কাছে এই কলস তুলে দেওয়া হয়। এই কলস ২২শে জানুয়ারি যেদিন অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে সেদিন সারাদেশে পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামেও যাতে রামলালার পুজো করা হয় সেই জন্যই এই কলস তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সকল রাম ভক্তের কাছে অনুরোধ সেই দিনটি যাতে সারাদেশ দীপাবলীর মত সেজে ওঠে সেই অনুরোধ রাখা হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে।

সূচ ও সুতো দিয়ে কাপড়েয়নানান নকশার কাজ করে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন পুরাতন মালদার বাসিন্দা পাখি হালদার

মালদা ঃ সূচ ও সুতো দিয়ে কাপড়েয়নানান নকশার কাজ করে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন পুরাতন মালদার পাবনাপাড়া এলাকার বাসিন্দা পাখি হালদার। ইতিমধ্যে রাজ্য ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্প দপ্তরের আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে ওই মহিলা শিল্পী পাখি হালদারের হাতের কাজ পুরস্কৃত হয়েছে। আর রাজ্যস্তরেও মালদার ওই মহিলার হাতের সূচ ও সুতোর কাজ সুনাম অর্জন করেছে। এখন পাখি হালদারের লক্ষ্য জাতীয় স্তরে এই ধরনের হস্তশিল্পকে মানুষের কাছে তুলে ধরা। তার কাজের জন্য দিল্লিতেও ইতিমধ্যে ডাক পড়েছে। বাড়িতে বসে বিভিন্ন ধরনের কাঁথাস্টিজের দমে নকশার কাজ ওড়না থেকে চাদরে তুলে ধরে যে আয়ের উৎস হতে পারে, সে ব্যাপারেও পথ দেখাচ্ছেন পাখি হালদার।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাবনাপাড়ার বাসিন্দা পাখি হালদার । বাবা নারায়ণ হালদার মারা গিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। এই মুহূর্তে বৃদ্ধা মা আর ছোট ভাই দীপঙ্করকে নিয়ে সংসার বছর পঁয়ত্রিশের পাখির। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে শহরের একটি বিউটিপার্লারে কাজ শুরু করেন পাখি। কাজের পাশাপাশি বিউটিশিয়ানের ট্রেনিং নেওয়ার সময় সূচিশিল্প শেখার আগ্রহ জন্মায় তাঁর । শুরু হয় তাঁর প্রশিক্ষণ। একসময় জেলা শিল্পকেন্দ্রে তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়। গত ৮ নভেম্বর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মালদা জেলা শিল্পকেন্দ্রে হস্তশিল্পের প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পাখির সূঁচে সেজে ওঠা একটি ওড়না প্রথম স্থান অধিকার করে। এরপর গত ২১ নভেম্বর কলকাতার ইকো পার্কে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। সেখানেও তাঁর তৈরি ওড়না প্রথম স্থান অধিকার করে। এবার তিনি জাতীয় স্তরে সুযোগ পেয়েছেন। দিল্লিতে প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তাই এখন থেকে শুরু হয়েছে পাখির আগামী প্রতিযোগিতায় নামার কাজ।

পাখি হালদার জানিয়েছেন, সূচ সুতোর মাধ্যমে বিভিন্ন কাঁথা স্টিচের নকশার কাজ করেও যে আয়ের উৎস হতে পারে সেটা হয়তো অনেকেই জানে না। ঘরে বসে এই কাজ করেও স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব। আমার এখন লক্ষ্য জাতীয়স্তরে কাঁথা স্টিজে নকশা তৈরি করে সাফল্য পাওয়া। পাশাপাশি এই ধরনের ঘরোয়া কাজ যাতে আশেপাশের আমার মত মহিলাদের শেখাতে পারি, সেই উদ্যোগ আমি নিয়েছি।

রোগীদের কম্বল না দেওয়ার অভিযোগ কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ শীতের সময় হাসপাতলে ভর্তি রোগীদের কম্বল না দেওয়ার অভিযোগ উঠল কোচবিহার এম জে এন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে । রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কে সামনে পেয়ে এমনটাই অভিযোগ করলেন রোগী ও তার আত্মীয়রা। সাথে সাথেই বিষয় নিয়ে হাসপাতালের কর্মচারীদের এ বিষয়ে সতর্ক করেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। সোমবার হঠাৎই কোচবিহার এম জে এন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় হাসপাতাল পরিদর্শনে যান । সেখানে দেখা যায় মেল ওয়ার্ডে বেশ কয়েকজন রোগী চেয়ারম্যান কে পেয়ে অভিযোগ করেন যে এই শীতের সময় তাদের কোন রকম কম্বল দেওয়া হচ্ছে না । শুধু কম্বলই নয় এছাড়াও পরিষেবা ঠিকঠাক পাচ্ছে না তারা বলে অভিযোগ করেন । সাথে সাথেই চেয়ারম্যান সেই ওয়ার্ডের নার্সদের ডেকে বিষয়টি জানতে চাইলে তারা ঠিকমতো উত্তর দিতে পারেনি । এ বিষয়ে দ্রুত বৈঠক করে সমস্যা গুলোর সমাধানের কথা জানিয়েছেন চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়।

অনির্দিষ্টকালের জন্য পৌর পরিষেবা বন্ধের ডাক দিল পৌরসভার কর্মীরা

কোচবিহার ঃ কোচবিহার রাসমেলা শেষে দোকান উচ্ছেদের নামে পুলিশ প্রশাসনের অত্যাচারের প্রতিবাদে সমস্ত পৌর পরিষেবা বন্ধ রেখে কর্ম বিরতির ডাক দিল কোচবিহার পৌরসভার কর্মীরা। কোচবিহার পৌরসভার কর্মীদের অভিযোগ গত ১৬ই ডিসেম্বর কোচবিহার রাসমেলা শেষ হয়েছে। গত ১৭ই ডিসেম্বর মাঠে অবস্থিত ব্যবসায়ীরা যখন তাদের দোকান ভেঙে মালপত্র গোটাচ্ছিল সেই সময় কিছু ক্রেতা সেখানে গিয়ে জিনিসপত্র কেনার সময় হঠাৎ করেই পুলিশ প্রশাসন তাদের উপর লাঠিচার্জ করে। পৌরসভার কর্মীরা সেখানে গিয়ে আলোচনা করতে গেলে পুলিশ তাদের উপরও লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মাঠের সংস্কারের কাজ পরিদর্শনে গেলেন মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর সভা শেষের পর শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মাঠের সংস্কারের কাজ পরিদর্শনে গেলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। সোমবার দুপুরে তিনি মাঠ পরিদর্শনে যান। সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তিনি। জানা গিয়েছে ২৪ তারিখ থেকে মাঠে খেলা শুরু হবে। উল্লেখ্য চলতি মাসের ১২ তারিখ এই মাঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায়ের সভা হয়েছিল। সেই সভার জন্য মাঠে মঞ্চ তৈরি করা হয়। এই মাঠে সভার বিরোধিতা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তবে মেয়র গৌতম দেব স্পষ্ট জানিয়েছিলেন সভার ফলে মাঠের কোনো ক্ষতি হবে না। সভার পরেই মাঠ সংস্কার করে খেলার উপযোগী করে তোলা হবে।সেই মতো সংস্কারের কাজ হয়। এবং কাজ প্রায় শেষের দিকে। সম্পূর্ণ স্টেডিয়ামকেই সংস্কার করা হবে বলে মেয়র গৌতম দেব জানান।

বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজে স্থানীয় শ্রমিকদের নিযাগের দাবিতে স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি এলাকাতে চলছে একটি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ। সেই নির্মাণ কাজে যাতে স্থানীয় শ্রমিকদের নিযাগে করা হয় এমনই দাবি তুলে নির্মাণকারী সংস্থাকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করলো জাতীয়তাবাদী রেলওয়ে ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়ন। সোমবার সকালে একটি মিছিল করে সেই স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।সেখানে দাবী করা হয়েছে বাইরে থেকে যাতে শ্রমিক না নিয়ে আসা হয় এবং তারা স্থানীয় শ্রমিক আছে তাদেরকে দিয়েই যাতে কাজ করানো হয়। তাতে স্থানীয় শ্রমিকদের আয়ের পথ খুলবে।

ফের ডুয়ার্সের চা বাগানে খাঁচা বন্দি লেপার্ড

আলিপুরদুয়ার ঃ ফের ডুয়ার্সের চা বাগানে খাঁচা বন্দি হলো লেপার্ড।সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের রামঝোড়া চা বাগানের ১৪ নং সেকশনে স্থানীয়রা বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী লেপার্ডটিকে দেখতে পায়।পরবর্তীতে বন দপ্তরকে খবর দিলে বন কর্মীরা এসে খাঁচা বন্দি লেপার্ডটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এ বিষয়ে উল্লেখ্য, বেশ কিছু দিন ধরে চা বাগানে লেপার্ডের হানার ঘটনা ঘটছিল যার কারনে আতংকেও ছিলেন শ্রমিকরা। এরপর সেই লেপার্ডটিকে ধরতে খাঁচা বসায় বনদপ্তর।এদিন লেপার্ডটি খাঁচা বন্দি হওয়ায় অল্প হলেও স্বস্তি পেলেন বাগানের শ্রমিকরা।

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি রেশন দোকান...

জলপাইগুড়ি ঃ রেশন দোকান টিকিয়ে রাখাই এখন দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বামনডাঙ্গা চা বাগানের ডিলারের। গতকাল গভীর রাতে ফের ওই দোকানে হামলা চালিয়ে সবকিছু কার্যত চুরমার করে দিয়েছে দলছুট দাঁতাল। এখানেই থেমে থাকে নি বুনোটি। লোহার পাতের শাটার ভেঙে ভেতরে ঢুকে অন্তত দশ মিনিট ধরে সাবাড় করে বস্তায় বস্তায় আটা। পরে ফেরার সময় ৫০ কিলোগ্রামের একটি বস্তা শুঁড়ে করে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই নিয়ে চলতি সপ্তাহে মোট ৩ বার হাতির বেপরোয়া হামলার শিকার হল বাগানের ফ্যাক্টরি লাইনে অবস্থিত সরকারী র‍্যাশন বিলি বন্টনের দোকানটি। ক্ষতিগ্রস্ত ডিলার অমিত আগরওয়াল বলেন, যা পরিস্থিতি তাতে এদিন আর নতুন করে দোকান ঘর মেরামতির সাহস দেখাতে পারি নি। ফের হামলা হলে ওই বাবদ পুরো খরচই জলে চলে যাবে। কিভাবে র‍্যাশন দোকানটি চালাব তা ভেবে দুঃশ্চিন্তায় ঘুম আসছে না। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল দে বলেন, হাতির গতিবিধির প্রতি বনকর্মীরা সাধ্যমত নজর রেখে চলছেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ক্রিসমাস, জর্জ মাইকেল, প্রেমের আনন্দ ও প্রতারিতের বেদনা

কলকাতা ঃ 'লাস্ট ক্রিসমাস' ছাড়া বড় দিনের উৎসব যেন অসম্পূর্ণ। অথচ এ এমন এক গান যা কোটি মানুষ শোনে সাময়িক আনন্দে আর তার চেয়েও হয়ত বেশি মানুষ শোনে চিরস্থায়ী বেদনা ভুলতে চেয়ে।

''আবার তাহারে কেন ডেকে আনো?
কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে
ভালোবাসে!''
(হায় চিল, জীবনানন্দ দাশ)

বেদনাবিধুর দিনে আসলে কেউ ফিরে যেতে চায় না। তবু উৎসবের আলো ঝলমলে দিনেও যে দুঃখের আঁধার অনেকের মনে ভর করে তা বড় দিনের উৎসব দেখুন, বুঝতে পারবেন। বিশেষ করে ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর থেকে বিশ্বের বহু দেশের বহু ক্রিসমাস উৎসব আবহে চরম আনন্দের পাশাপাশি পরম বেদনার সূর মূর্চ্ছনাও ছড়িয়ে চলেছে জর্জ মাইকেলের 'লাস্ট ক্রিসমাস'।

বড় দিনের উৎসব কেউ এ গান না শুনে কাটিয়েছেন এ এক অসম্ভব কল্পনা। এ এতটাই অকল্পনীয় যে এ বছর জার্মানির 'রেডিও বব' নিজেদের সব আয়োজনকে 'লাস্ট ক্রিসমাস ফ্রি জোন' ঘোষণা দিয়ে বলেছে, ''বড় দিনের প্রকৃত আনন্দ পেতে কান পাতুন আমাদের আয়োজনে।''

কিন্তু কে না জানে, এক কান রেডিও বব এ দিয়ে অন্য কানে তুলো না দিলে 'লাস্ট ক্রিসমাস' থেকে কারো রেহাই নেই। বব রেডিও নাইবা বাজালো হোয়াম ব্যান্ডের কালোত্তীর্ণ গান, ''লাস্ট ক্রিসমাস আই গেভ উই মাই হার্ট বাট দ্য ভেরি নেক্সট ডে ইউ গেভ ইট অ্যাওয়েদিস ইয়ার টু সেভ মি ফ্রম টিয়ার্স...'', ক্রিসমাস মার্কেটের লাউডস্পিকারে কিংবা পাশের বাড়িতে এ গান বাজবেই, বাজবেই রেডিও টেলিভিশনে বা সুপারমার্কেট ডিপার্টমেন্ট স্টোরে। হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে কেউ না চাইলেও বড় দিনের মৌসুমে নিভৃতে, নীরবে বেদনার সুর তাই বাজাবেই।

ব্রিটেনের দুই তরুণ জর্জ মাইকেল আর অ্যান্ড্রু রিজলের 'হোয়াম'-এর সংগীত ভুবনে আত্মপ্রকাশ ১৯৮১ সালে। তবে গায়ক এবং গীতিকার মাইকেল আর ইন্সট্রুমেন্টালিস্ট রিজলের 'লাস্ট ক্রিসমাস' বাজারে আসে ১৯৮৪ সালের ৩০ নভেম্বর।

জর্জ মাইকেল তখন ২১ বছরের টগবগে তরুণ। একদিন ব্যান্ডমেট রিজলেকে নিয়ে বাবামায়ের কাছে যাবেন বলে বাসে উঠেছেন। যেতে যেতে দু তিনটে লাইন আসে মাথায়। হোয়াম তখন খুব জনপ্রিয়। 'ওয়েক মি আপ বিফোর ইউ গোগো' তখন ইউকে তো বটেই, যুক্তরাষ্ট্রেরও টপচার্টে। জর্জ মাইকেল ঠিক করলেন হঠাৎ মাথায় আসা দু তিনটে লাইন নিয়েই একটা গান করবেন, সেই গান অ্যালবামে প্রকাশও করবেন। গানের কথাগুলো খুব দুখজাগানিয়া। রিজলের মন তাই সায় দিচ্ছিল না।এমন তরুণদের ব্যান্ডের কাছে সবাই চায় প্রেমের গান, এমন বিরহের গান এখন কেন?

গত নভেম্বরে সেই দিনের কথা স্মরণ করে স্মুথ রেডিওকে রিজলে জানালেন, তার আপত্তি সত্ত্বেও জর্জ কী দারুণ আবেগে প্রথমে সুর দিয়েছিলেন সেই দু তিনটি লাইনে, সুর মোটামুটি দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে সুরাবেশে কী আচ্ছন্ন হয়ে শুনিয়েছিলেন সেই গান! ৪৯ বছর পর সেই দিনটির কথা ভেবে অবাক হয়ে যান রিজলে, মাত্র চার কর্ডে বাঁধা সেই গান তো এখনো টপ চার্টে!

লাস্ট ক্রিস্টমাসের সত্য এবং 'মিথ্যা'

হোয়াম এর লাস্ট ক্রিসমাস এর ভিডিও যারা দেখেছেন, তারা বিলক্ষণ জানেন গানে গানে ক্রিসমাস উৎসবের আকাশে বাতাসে আসলে বেদনার হাহাকার ছড়িয়েছেন জর্জ মাইকেল। গানের কাহিনিসংক্ষেপ বড় দিনের ছুটি কাটাতে এক দল তরুণ তরুণী উঠেছেন বরফঢাকা এক পাহাড়চূড়ার অবকাশযাপন কেন্দ্রে। সেখানে এক তরুণ (জর্জ মাইকেল) আর এক তরুণীর আবার দেখা। ঠিক আগের বড়দিনেই তারা ছিলেন খুব কাছে আর এই বড় দিনে তারা কাছে থেকেও অনেক দূরে। দুজনের পাশেই নতুন মানুষ। এক বছর আগের বড় দিনে যার পাশে ছিলেন জর্জ মাইকেল, আজ তার পাশেই আরেকজন (অ্যান্ড্রু রিজলে)। প্রাক্তনীর ক্রুর হাসির আঘাতে দীর্ণ বিদীর্ণ জর্জ মাইকেল কিন্তু শ্রোতাদের মন ভোলাতে বানানো গল্প শোনাননি, ''লাস্ট ক্রিসমাস আই গেভ উই মাই হার্ট বাট দ্য ভেরি নেক্সট ডে ইউ গেভ ইট অ্যাওয়েদিস ইয়ার টু সেভ মি ফ্রম টিয়ার্স...'' আসলে তার জীবনের গল্প!তবে মিউজিক ভিডিওটা বিশাল এক গোঁজা মিলে তৈরি। ভিডিওতে দেখানো হয়েছে সুইজারল্যান্ডের বরফঢাকা পাহাড়ের অবকাশকেন্দ্র। আসলে সেই অবকাশকেন্দ্রে কেউ ঢুকতেই পারেনি। চাবি না পাওয়ায় চিত্রায়ন করতে হয়েছিল সুইজারলান্ডের এক উইন্টারস্পোর্টস রিসোর্টে গিয়ে!

এমন গোঁজামিলের কথা জেনে যদি হাসি পায়, সেই হাসি মুছে দেবার ব্যবস্থা করে গেছেন জর্জ মাইকেল স্বয়ং।'লাস্ট ক্রিসমাস'-এর গায়ক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ২০১৫ সালের বড় দিনে!

মিত্রদের ৩২ আসন ছেড়ে স্বতন্ত্রদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আওয়ামী লীগ

ঢাকা ঃ শেষ পর্যন্ত হিসাবনিকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। জাতীয় পার্টিকে ২৬টি আর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরীকদের ৬টি আসন ছেড়ে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছে আওয়ামী লীগ। আর ৫টি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।

ফলে ২৬৩ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন। এসব আসনে আওয়ামী লীগের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সঙ্গে। তবে 'কিংস পার্টি' খ্যাতি পাওয়া দলগুলোর আশার গুড়ে বালি পড়েছে। সবার প্রত্যাশা ছিল আওয়ামী লীগ তাদের কিছু আসনে ছাড় দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকেই আসন দেয়নি।

মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময় শেষ হওয়ার পর এখন কেমন ভোট হতে যাচ্ছে? জানতে চাইলে ইমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''এটা তো ভোট হচ্ছে না। ভোট হল অনেক প্রার্থীর মধ্যে পছন্দের প্রার্থী বেছে নেওয়া।''

অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, ''যারা ভোট করছে তারা কারা? হয় আওয়ামী লীগের, না হয় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী, আর তাও যদি না হয় তাহলে যাদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি হল তারা। ফলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে যে সরকারী দল আর বিরোধী দল বলে যে একটা বিষয় আছে এই নির্বাচনে সেটা হচ্ছে না। কারণ যারা ভোট করছে তারা তো কেউ সরকার বিরোধী না, সবাই মিত্র।''

রোববার সকাল থেকে নির্বাচনী মাঠে খানিকটা উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় পার্টি ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের সমঝোতা হয়নি, ফলে তারা নির্বাচন থেকে সরে যেতেও পারে। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের পার্টি অফিসে সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন। বিকেল ৪টার দিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটে যাওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু। তিনি বলেন, ''সব বাধা অতিক্রম করে আমরা নির্বাচন করছি। কোন চাপ নয়, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভোটে এসেছি। আমাদের একটা দাবি ছিল যে একটা ভালো ভোটের পরিবেশ যদি সৃষ্টি হয়, তাহলে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে থাকবে। ইসি ও সরকারের আশ্বাসে মোটামুটিভাবে একটা আস্থা এসেছে যে তারা নির্বাচনটা ভালোভাবে করতে চান। সরকার ইসিকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে, আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা সহযোগিতা করবে। সেই কারণে জাপা চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের পক্ষ থেকে সব প্রার্থীকে অনুরোধ করছি যে, আমরা এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো।''

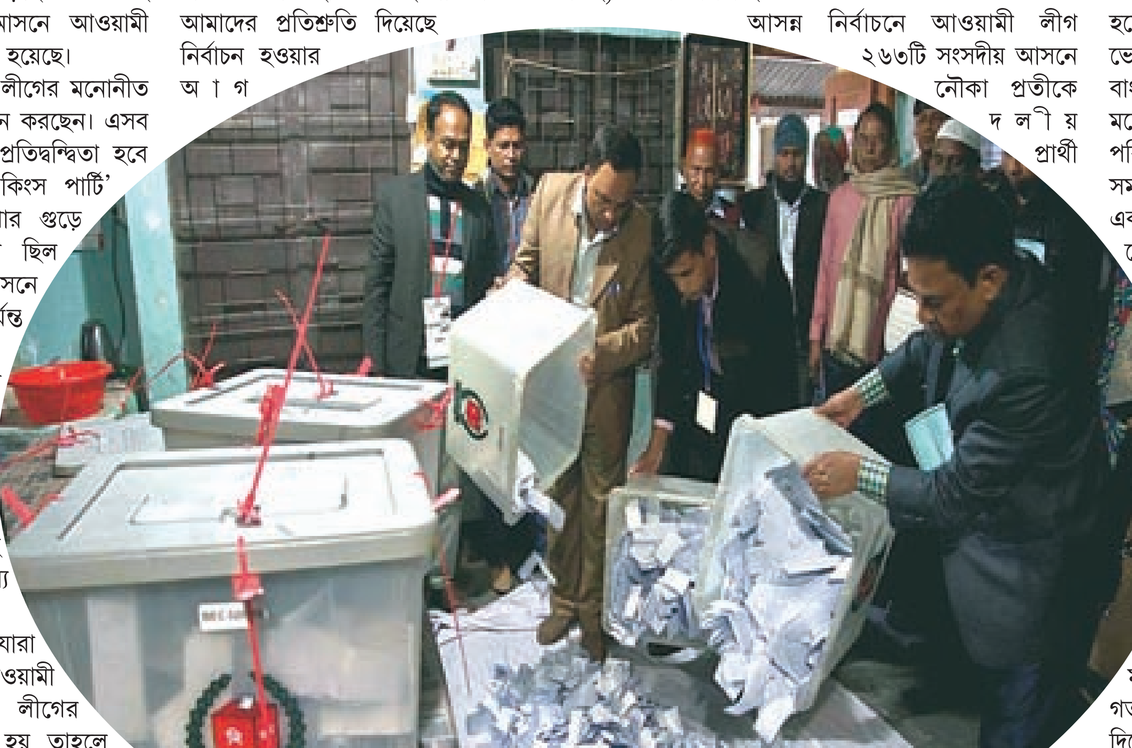

''সাধারণ মানুষ ভোটে অংশ নেবে'' জানিয়ে তিনি বলেন, ''নির্বাচন যাতে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাবো।''

আসন সমঝোতা প্রসঙ্গে জাপা মহাসচিব বলেন, ''২৮৩ আসনে ভোট করছি। কিছু কিছু আসনে আমাদের সিনিয়র নেতা যারা আছেন সেই সমস্ত আসনে তাদের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হয়েছে বা হবে এ রকম একটা অবস্থায় আছি। বাট নির্বাচনে আমরা যাচ্ছি এটাই বড় কথা। সেই সংখ্যাটা আপনাদের জানতে পারবো না। সব বাধা অতিক্রম করে নির্বাচনটা আমরা করছি। সেটাই বড় কথা। আমরা জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে ঘোষণা দিচ্ছি।''

আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৬৩টি সংসদীয় আসনে নৌকা প্রতীকে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে বলে জানিয়েছেন দলটির দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া। রোববার বিকেলে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) গিয়ে কমিশন সচিব জাহাংগীর আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''আওয়ামী লীগ ২৯৮ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। এর মধ্যে ৫টি আসন ইসির বাছাইয়ে বাতিল হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পার্টির (জাপা) জন্য ২৬টি এবং ১৪ দলীয় জোটের অন্য শরিকদের জন্য ৬টি আসন ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আওয়ামী লীগ। এই ৬টি আসনের মধ্যে জাসদ পেয়েছে তিনটি, ওয়ার্কার্স পার্টি পেয়েছে ২টি আর আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর জেপি পেয়েছে একটি আসন।''

বিরোধী দলের সঙ্গে সরকারী দলের আসন ভাগাভাগির পর যে নির্বাচনটি হতে যাচ্ছে সেটি কেমন হবে জানতে চাইলে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''এটাতো কোন নির্বাচন হচ্ছে না। সাজানো নির্বাচন হচ্ছে। এভাবে কী ভোট হয়? ভোট হলে যথার্থ বিকল্প থাকতে হবে। বাংলাদেশে দু'টি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে মানুষ বিকল্প খোঁজে। এখানে একটার পরিবর্তে কী আরেকটা নেওয়ার সুযোগ আছে? সমঝোতা করে সাজানো নির্বাচন হচ্ছে। এটা একটা কলঙ্কিত নির্বাচনের পাঁয়তারা। এই নির্বাচন কোনভাবেই আমাদের গণতন্ত্রকে সুসংহত করবে না।''

কিংস পার্টি হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের (বিএনএম) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ্ মো. আবু জাফর বলেছেন, ''আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে, এমন আশ্বাসে তারা নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। এরপরও যদি দেখেন নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হচ্ছে না বা নির্বাচনের পরিবেশ নেই, তাহলে বিএনএম নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবে।''

ফরিদপুর ১ (বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা, মধুখালী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তিনি। গত ২০ নভেম্বর বিএনপি ছেড়ে বিএনএমে যোগ দিয়ে ফরিদপুর ১ আসনে প্রার্থী হয়েছেন। তার আসনটিতে আওয়ামী লীগ ছাড় দেবে এমন আশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেটা হয়নি।

কিংস পার্টি হিসেবে পরিচিত অন্য দলগুলো যেমন সুপ্রিম পার্টি, তৃণমূল বিএনপি এবং বিএনপির জোট ছেড়ে আসা কল্যাণ পার্টির কিছু নেতাকে জয়ী করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। তাদের ভোট করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতাও থাকবে। তবে এসব নেতাদের কারও আসনেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেনি। সরকারের এ ধরনের অবস্থানে কিংস পার্টিগুলোও দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছে। তারপরও তারা মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারছে না।

শুধুমাত্র ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বিএনপি থেকে এসে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন। ফলে তিনি নৌকা প্রতীক নিয়েই নির্বাচনে লড়ছেন।

তৃণমূল বিএনপির সমশের মবিন চৌধুরীকে সিলেটে এবং তৈমুর আলম খন্দকার নারায়ণগঞ্জে ভোট করছেন। তাদের জেতানোর আশ্বাস দেওয়া হয়নি আওয়ামী লীগের তরফ থেকে।

২০০ আসন থেকে প্রার্থী সরিয়ে নিয়েছে জাকের পার্টি

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন করতে সারা দেশে দুই শতাধিক আসন থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে জাকের পার্টি। ১০টির কম আসনে প্রার্থী রেখে বাকি আসনগুলো থেকে দলটি প্রার্থী সরিয়ে নিয়েছে তারা। দলের মহাসচিব শামীম হায়দার জানিয়েছেন, নির্বাচনে তারা থাকছেন। তবে জাকের পার্টি এবার ২১৮টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। তারা কোনো জোটে না গিয়ে এককভাবে নির্বাচন করছে। নিজেদের প্রতীক গোলাপ ফুল নিয়েই তারা নির্বাচন করবে।

তিনি বলেন, ''আমরা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি না। কিছু আসনে যাতে পুরো মনোনিবেশ করা যায়, সে জন্য ২০০-এর বেশি আসন থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।''

পড়শি দেশে কম্পনে কতটা চিন্তা কলকাতার

কলকাতা ঃ মৃদু হলেও বারবার ভূমিকম্পের কবলে কলকাতাও। সম্প্রতি নভেম্বর ও ডিসেম্বরে কাঁপুনি টের পাওয়া গিয়েছে। কতটা বিপদে মহানগর?

চীন থেকে বাংলাদেশ, গত কয়েকমাসে একের পর এক ভূমিকম্প হয়েছে। সোমবার রাতে চীনের ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা শতাধিক। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক আকারে। বাংলাদেশেও ছোট আকারে বারবার ভূমিকম্প হচ্ছে। পড়শি দেশগুলিতে একের পর এক ঘটনায় চিন্তা বাড়ছে কলকাতাকে নিয়ে।

এ মাসের গোড়ায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয় উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে। ২ ডিসেম্বর এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল প্রতিবেশী বাংলাদেশ। সকাল নটার কিছু পরে ভূমিকম্প হয় শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায়। রিখটার স্কেলে ভূকম্পের মাত্রা খুব বেশি ছিল না। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, রিখটারে ৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। বাংলাদেশের আফটারশক কলকাতায় সামান্যই টের পাওয়া গিয়েছিল। মাত্রা খুব কম হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি।

গত মাসেও কলকাতায় এমনই অতি মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল। নভেম্বরের গোড়ায় সেই কম্পনের মাত্রা ছিল খুবই কম। সেবার তীব্র কম্পন হয় দিল্লিতে, রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৬.৪। গত আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। তখন কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন অংশে কাঁপুনি টের পাওয়া গিয়েছিল। ক্ষয়ক্ষতির প্রশ্ন না থাকলেও বারবার কাঁপুনি উদ্বেগ তৈরি করছে।

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, যেখানে জনঘনত্ব অত্যন্ত বেশি, সেখানে বারবার কম মাত্রার কম্পন হলেও তা বিপজ্জনক।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কমবেশি ১৫০ বছর পর পর বড় আকারের ভূমিকম্প কোনো একটি এলাকায় আঘাত হানতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সময়ের এই বৃত্ত পূর্ণ হয়েছে। ফলে সে দেশে ছয় মাত্রার অধিক কম্পন ভবিষ্যতে হওয়ার আশঙ্কা আছে। কলকাতাও এক্ষেত্রে নিরাপদে থাকবে না। বরং কম মাত্রার বারংবার কম্পন বড় বিপদের পূর্বাভাসও হতে পারে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিজ্ঞানী তুহিন ঘোষ ডয়চে ভেলেকে বলেন, গঙ্গার নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল পলি দিয়ে তৈরি। কলকাতা তার মধ্যেই পড়ে। এই বৃহত্তর বদ্বীপে সেই পলি, বালি এখনো পুরো জমাট বাঁধেনি। ফলে সেটা কম শক্তপোক্ত। এ কারণে বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়।

কলকাতা এবং হাওড়াকে নিয়ে তাই গভীর উদ্বেগের কারণ রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ সায়েন্টিফিক রির্সাচ এর গবেষণায় দেখানো হয়েছে, দুই যমজ শহরের মাটির নীচের একটি অংশ ফাঁপা হয়ে রয়েছে। বড়সড় কম্পনের জেরে দুই শহরের তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বিপদ বাড়িয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়ন, যার ফলে হিমবাহ গলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জলস্তর বেড়ে গেলে কলকাতা প্লাবিত হতে পারে। বাড়তে পারে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা। ফলে ভূমিকম্প ও প্লাবনের জোড়া ফলা মহানগরীর শিয়রে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ থেকে উত্তর কলকাতার পরিস্থিতি বেশি ভঙ্গুর। অর্থাৎ ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে উত্তরে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি। বউবাজারে মেট্রো প্রকল্পের কাজ ঘিরে সেই নমুনা বারবার সামনে আসছে।

যাদবপুরের অধ্যাপক, বিজ্ঞানী অর্ঘ্য চন্দ ডয়চে ভেলেকে বলেন, বউবাজারে মেট্রো রেল নির্মাণের জেরে ফাটল দেখা দিচ্ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, কলকাতায় বড় ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতি কতটা হতে পারে। আমাদের শহর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার মধ্যে পড়ে না ঠিকই। কিন্তু যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে পরিস্থিতি মর্মান্তিক হবে। আমাদের সেদিনের জন্য তৈরি থাকতে হবে।

বিপর্যয় মোকাবিলা বিশেষজ্ঞ তুহিন ঘোষের বক্তব্য, উত্তর কলকাতার নির্মাণ অনেক পুরনো। তাই মানিকতলা, ফুলবাগান, বেলেঘাটা, আমহার্স্ট স্ট্রিটের মতো এলাকা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমাদের বেহিসেবি কাজকর্ম বিপদ বাড়াচ্ছে। মনে রাখতে হবে, ইন্ডিয়ান প্লেট এখনো সক্রিয়। উত্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই হিমালয়ের পাদদেশ ও আশপাশে ভূমিকম্প হবেই। তার আঁচ আমাদের উপর আসতে পারে।

কলকাতায় গত কয়েক দশকে নগরায়নের গতি বেড়েছে। উড়ালপুল থেকে আবাসন, নানা ধরনের অতিকায় নির্মাণে বোঝা বেড়েছে মহানগরীর। বিশেষজ্ঞদের মতে, বেলাগাম নগরায়ন শহরকে আরো বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, জলাভূমি বুজিয়ে, গাছ কেটে আমাদের শহরে নির্মাণ হয়ে চলেছে। ভূগর্ভের জলস্তর ক্রমশ কমছে। জল তুলে নেয়ার ফলে মাটির নীচে অনেক শূন্যতা তৈরি হচ্ছে। এর উপর এখানকার মাটি নরম। ফলে বিপর্যয় মঞ্চ প্রস্তুত। আমাদের সরকার, প্রশাসনের সামনেই সব হচ্ছে। এখনই সজাগ না হলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবে। ভূমিকম্প তারই একটা প্রকাশ।

পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ জলাভূমির একাংশ বুজিয়ে নির্মাণের কাজ চলছে। কংক্রিটে মুড়ে দেয়া হচ্ছে শহর থেকে মফস্বলের পথঘাট। এর ফলে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে ভূগর্ভে যাচ্ছে না। তাতে নষ্ট হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য। প্রশাসন সজাগ না হলে কি ভবিষ্যতে আরো বড় বিপদের কবলে পড়তে পারে কলকাতা?

হাঙ্গেরিতে এর্দোয়ান, বাণিজ্য বাড়ানোর উদ্যোগ

হাঙ্গেরি ঃ হাঙ্গেরি গেলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোয়ান। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরো বাড়ানোর ঘোষণা।

সোমবার বুদাপেস্টে এর্দোয়ানের হাতে সামরিক সম্মান তুলে দেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অর্বান। গত চার মাসে এটা এর্দোয়ানের দ্বিতীয় হাঙ্গেরি সফর। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের একশবছর পূর্ণ হয়েছে। তাই এই সফর একটা বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে। তুরস্ক ও হাঙ্গেরি দুই দেশই ন্যাটোর সদস্য এবং তারা সুইডেনের ন্যাটো সদস্য হওয়ার বিরোধিতা করেছে। তবে সুইডেন নিয়ে এই সফরে এর্দোয়ান বা অর্বান কোনো মন্তব্য করেননি। তবে হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট নোভাক অনেকটা ,সময় এর্দোয়ানের সঙ্গে ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, এর্দোয়ান ও অর্বান ন্যাটোর সম্প্রসারণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন।

অর্বান বলেছেন, ''আমরা প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যসম্পর্ক আরো বাড়াতে চাই।'' সংবাদিকদের তিনি বলেছেন, ''আমরা এমন সঙ্গী চাই, যাদের সঙ্গে মিলে আমরা জিততে পারি। তুরস্ক ও হাঙ্গেরি মিলে একুশ শতকে জয় পাবে।''

এর্দোয়ান জানিয়েছেন, ''এখন দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ চারশ কোটি ইউরো। তা বাড়িয়ে ছয়শ কোটি ইউরো করার জন্য দুই দেশ কাজ করবে।'' অর্বান এর্দোয়ানকে একটি ঘোড়া উপহার দিয়েছেন এবং এর্দোয়ান অর্বানকে একটি ইলেকট্রিক গাড়ি উপহার দিয়েছেন। তবে ইসরায়েল নিয়ে দুই নেতার অবস্থান পুরোপুরি আলাদা। তারা প্রকাশ্যে এই নিয়ে একটা কথাও বলেননি।

সম্পাদকীয়

লোকসভা ও রাজ্যসভা কি বিরোধীশূন্য করতে চাইছে বিজেপি

ভারতীয় সংসদের দুই কক্ষ থেকে গণহারে বিরোধীদের বহিষ্কারের ধারা আজ মঙ্গলবারও অব্যাহত ছিল। গত সপ্তাহে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছিল ১৪ বিরোধী সদস্যকে। গতকাল সোমবার সংখ্যাটা রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৮-এ। আজ মঙ্গলবার লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে আরও ৪৯ সদস্যকে। সব মিলিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ১৪১ বিরোধী সদস্যকে দুই কক্ষ থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হলো। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার সংসদকে এভাবে বিরোধীমুক্ত করে তুলতে চাইছে, যাতে বিতর্কিত সব বিল বিনা বাধায় ও বিনা আলোচনায় পাস করানো যায়। স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে অতীতে কখনো এত বিপুল পরিমাণে বিরোধী সদস্যদের বহিষ্কার করা হয়নি। ১৯৮৯ সালের ১৫ মার্চ লোকসভায় ঠক্কর কমিশনের প্রতিবেদন পেশ করার দাবিতে বিরোধীরা সরব হলে লোকসভা থেকে ৬৩ সদস্যকে তিন দিনের জন্য সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছিল। সেই সময় রাজীব গান্ধী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ঠক্কর কমিশন গঠিত হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা তদন্তের জন্য। বিরোধীদের ধারণা ছিল, কমিশনের প্রতিবেদনে ইন্দিরার সহকারী রাজেন্দ্র কুমার

ধাওয়ানের যোগসাজশের উল্লেখ আছে। তাঁরা দাবি জানাচ্ছিলেন, সভায় সেই প্রতিবেদন পেশ করা হোক। এযাবৎ সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় নিদর্শন। কিন্তু ১৩ ডিসেম্বর সংসদে হামলাকে কেন্দ্র করে এবার যা ঘটছে তা অভূতপূর্ব ও অদৃশ্যপূর্ব। সেই হামলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ পর্যন্ত সংসদের কোনো কক্ষে বিবৃতি দেননি। বিরোধীরা দাবি জানিয়ে আসছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সভায় আসুন। বিবৃতি দিন। হামলার দায় গ্রহণ করুন। অথচ লোকসভার স্পিকার কিংবা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান কেউই সেই দাবিকে আমল দিচ্ছেন না। বিরোধীদের আরও ক্ষোভ এই কারণে, সংসদ চলা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। কিন্তু সংসদে কিছু বলছেন না। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা সংসদের গরিমায় আঘাত করছেন। সম্মানহানি করছেন। সংসদ সদস্যদের অধিকারও হরণ করছেন। ক্ষুব্ধ সংসদ সদস্যদের প্রশমিত করে সভা চালাতে ব্যর্থ দুই সভাধ্যক্ষ দফায় দফায় বিরোধীদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন। আজ মঙ্গলবারের পর মনে করা হচ্ছে, সংসদ কার্যত বিরোধীশূন্য হতে চলেছে। বিরোধীদের সাময়িক বরখাস্তের প্রস্তাব আনা হয় সরকারের পক্ষ থেকে। সভাধ্যক্ষ তা মেনেও নিচ্ছেন। আজ মঙ্গলবার বহিষ্কারের পর সংসদীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি বলেন, নির্বাচনে হারার পর বিরোধীরা মরিয়া হয়ে অধিবেশন কক্ষে পোস্টারব্যানার আনতে শুরু করেছেন। অথচ তা নিষিদ্ধ। তাই এই ব্যবস্থা। আজ বহিষ্কৃত সদস্যরা সংসদ ভবনের সদরে ধরনা দেন ও 'নকল অধিবেশন' বসান। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সদস্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাধ্যক্ষের ভূমিকায় এমন আচরণ করেন, যার সঙ্গে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের হাবভাবের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। ধনখড়কে 'নকল' করা দেখে অন্য সংসদ সদস্যরাও মজা পাচ্ছিলেন। একটা সময় দেখা যায়, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী নিজের মুঠোফোনে তা রেকর্ড করছেন। এ নিয়ে বিজেপি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। যে সময় ওই নকল সংসদের আয়োজন করা হয়েছিল, তখন বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক চলছিল। নকল অধিবেশনের খবর সেখানে পৌঁছাতে প্রধানমন্ত্রী বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, এ জিনিস চলতে দেওয়া যায় না। বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র, আরএসএস নেতা সুনীল দেওধরসহ অনেকেই 'এক্স' হ্যান্ডলে বিরোধীদের আচরণের সমালোচনা করেন। সম্বিত পাত্র বলেন, উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে হাসিমশকরা করা হচ্ছে অথচ রাহুল তার ভিডিও করছেন। দেশ এটা মনে রাখবে। সুনীল দেওধর লেখেন, এটাই 'ইন্ডিয়া' জোটের আসল রূপ। বিরোধীরা না শোধরালে ২০২৪ সালে আরও আসন কমে যাবে। সংসদ থেকে গণহারে বিরোধীদের বহিষ্কারবিরোধী ঐক্যকে জোরদার করবে কি না সেই প্রশ্ন ঘুরেফিরে উঠতে শুরু করেছে। আজ বিকেলে অশোকা হোটেলে বসছে 'ইন্ডিয়া' জোটের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। সেই বৈঠকে আগামী লোকসভা ভোটের বিরোধী রণনীতি তৈরির পাশাপাশি রাজ্যে রাজ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হবে। দেখার বিষয়, বিজেপির মোকাবিলায় বিরোধীরা কতটা জোটবদ্ধ থাকতে পারে।

শিক্ষায় 'সিঙ্গাপুর পদ্ধতি' কী এবং কেন এত সফল?

এশিয়ার ছোট দেশ সিঙ্গাপুরের স্কুল শিক্ষার্থীরা, সবশেষ আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিশ্বে সেরা ফলাফল অর্জন করেছে।

সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীদের ফলাফল মূল্যায়নের এই আন্তর্জাতিক কর্মসূচিকে বলা হয় 'প্রোগ্রাম ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট' সংক্ষেপে পিসা।

প্রতি তিন বছর অন্তর অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা ওইসিডি এই পরীক্ষা পরিচালনা করে।

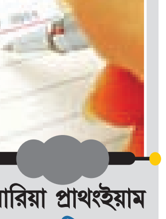

ইসারিয়া প্রাথংইয়াম
প্রাবন্ধিক

এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল গণিত, বিজ্ঞান এবং পঠনে ১৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের দক্ষতা এবং জ্ঞান পরিমাপ করা। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষাগত মান নির্ধারণ করা যায়।

দেখা গিয়েছে, সবশেষ ২০২২ সালে সিঙ্গাপুরের স্কুল শিক্ষার্থীরা গণিত, বিজ্ঞান, পিসা পরীক্ষাসহ প্রতিটি দক্ষতায় সর্বোচ্চ স্কোর করেছে।

এশিয়ার দেশটি ঐতিহাসিকভাবে স্কুল শিক্ষায় নিজেদের বেশ সফল বলে প্রমাণ করে আসছে, বিশেষ করে গণিতে।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, এ বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৩৯ পয়েন্ট।

শিক্ষার্থীদের গণিতের দক্ষতা বিকাশে সিঙ্গাপুরের সাফল্যের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আর এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে দেশটির অনন্য শিক্ষণ কৌশল এবং পদ্ধতি।

সিঙ্গাপুর পদ্ধতি কী এবং কেন এত সফল?

২০২২ সালের পিসা পরীক্ষার তিনটি প্রধান বিষয়ের মধ্যে একটি হল 'গণিত'।

সিঙ্গাপুরের ১৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা গণিতে ৫৭৫ পয়েন্ট অর্জন করে শীর্ষস্থান লাভ করেছে।

ওই পরীক্ষায় মোট ৮১টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। যাদের সবার গড় স্কোর ছিল ৪৭২ পয়েন্ট।

সে হিসেবে সিঙ্গাপুরের শিক্ষার্থীরা অনেকটাই এগিয়ে আছে। গতবারের চাইতে এবার তারা ছয় পয়েন্ট বেশি অর্জন করেছে।

অন্যদিকে ৫৫২ পয়েন্ট নিয়ে ম্যাকও আছে দ্বিতীয় অবস্থানে। এরপর তাইপেই, হংকং, জাপান, কোরিয়া, এস্তোনিয়া, সুইটজারল্যান্ড, কানাডা, নেদারল্যান্ডস পরের অবস্থানে রয়েছে।

সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে গণিত শিক্ষা মানুষকে যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা করতে শেখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তাই অল্প বয়স থেকেই, সিঙ্গাপুরের শিশুরা জটিল গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলি শিখতে শুরু করে যেমনঃযুক্তি দাঁড় করানো, যোগাযোগ স্থাপন এবং গাণিতিক মডেল তৈরি করা।

এই পদ্ধতিতে তারা তাদের মেধার বিকাশ ঘটায়।

সিঙ্গাপুরের গণিত হল দেশটির অনন্য এবং ব্যাপকভাবে স্বীকৃত শিক্ষণ পদ্ধতি।

গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশটির এই শিখন পদ্ধতি সিঙ্গাপুর পদ্ধতি (বা মাস্টারি অ্যাপ্রোচ) নামে পরিচিত।

১৯৮০-এর দশকে সিঙ্গাপুরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই কৌশলটি তৈরি করে এবং দেশটির সরকারি স্কুলগুলোয় শিক্ষাদানে তা প্রয়োগ করে।

মূলত প্রচলিত মুখস্থ বিদ্যা থেকে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে আনতে গণিত শেখানোর নতুন এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

যেন শিক্ষার্থীরা যা শিখছে সেটা যেন তারা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

সাম্প্রতিক দশকগুলোয় সিঙ্গাপুরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা পদ্ধতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গ্রহণ করে তা ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

এই পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে

সিঙ্গাপুর গণিত শিক্ষা মূলত দুটি অন্তর্নিহিত মৌলিক ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একটি হল, সিপিএ পদ্ধতি এবং আরেকটি নোশন অব মাস্টারি।

সিপিএ পদ্ধতি বলতে কনক্রিট,

পিকটোরিয়াল ও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বোঝানো হয়েছে। বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় বাস্তবসম্মত, সচিত্র এবং সাংকেতিক পদ্ধতি।

অন্যদিকে নোশন অব মাস্টারি যা শেখানো হচ্ছে সেটা আয়ত্ত করার বিশেষ প্রক্রিয়া।

তবে গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে সিপিএ পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর প্রথম দেশ নয়। ১৯৬০-এর দশকে আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী জেরোম ব্রুনার এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

সাধারণত অনেক শিশু এমনকি প্রাপ্তবয়স্করাও গণিতকে কঠিন বলে মনে করে। যেহেতু এটি একটি বিমূর্ত বা সাংকেতিক বিষয়।

এই ভয়ের উপর ভিত্তি করে সিপিই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। যেন গণিত নিয়ে ভয় কাটে। সিপিএ পদ্ধতিতে সাংকেতিক গাণিতিক ধারণাকে একটি বাস্তব আকারে উপস্থাপন করা হয়।

যখন শিক্ষার্থীরা ওই ধারণাটি পরিষ্কার বুঝতে পারে তখন তারা অন্যান্য আরও জটিল বিষয়গুলো পড়তে থাকে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এরিয়েল লিন্ডফ বিবিসিকে বলেছেন, সিঙ্গাপুরের গণিত ক্লাসে, শিশুরা সবসময়ই কিছু না কিছু শারীরিক কসরত করে থাকে।

তারা বাচ্চাদের ছোট ছোট কিউব বা ঘনক দিতে পারে, যেগুলো পর পর বসিয়ে সাজাতে হয়। তারা সচিত্র কোন কাজ করতে দিতে পারে। যেমন ফুলের অনেক ছবি থাকতে পারে যেগুলো বাচ্চাদের বেছে বেছে একসাথে রাখতে হবে।

অথবা এটি একটি ব্যক্তি, ব্যাঙ বা অন্যান্য বস্তুর ছবি থাকতে পারে, যাতে শিশুরা কাছ থেকে এই বিষয়গুলো দেখে উপলব্ধি করতে পারে। কেননা এগুলো সংখ্যার চেয়ে বোঝা সহজ।

সিপিএ এভাবে শিশুদের এই বিভিন্ন বাস্তব উপকরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে গণিত বুঝিয়ে থাকে।

শিশুরা যখন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এবং সচিত্র উপকরণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে শেখে এবং গণিতের সমস্যাগুলো সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা লাভ করে তখনই তারা পাঠের পরবর্তী ধাপে চলে যায়।

যেখানে সংকেত বা সংখ্যার মাধ্যমে শিশুদের অংক করানো হয়।

সিঙ্গাপুরের গণিত শিখন পদ্ধতি তাই মুখস্থের ওপর নির্ভর করে না, ড. লিন্ডফ জোর দিয়ে বলেছেন।

'রিয়েল লার্নিং'

সিঙ্গাপুরে গণিত শেখার আরেকটি স্তম্ভ হল রিয়েল লার্নিং। অর্থাৎ যে শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে একটি ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী একসাথে এগিয়ে যাবে।

একই সময়ে সবার দক্ষতা বিকাশ লাভ করবে। যাতে শিক্ষার্থীদের কেউ পিছিয়ে না থাকে।

রিয়েল লার্নিং এর এই ধারণা নিশ্চিত করে যে কেউ পিছিয়ে নেই।

উদাহরণস্বরূপ, যখন শিশুরা যোগ করার মতো একটি নির্দিষ্ট বিষয় শেখে, তখন কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় এটি আরও দ্রুত বুঝতে পারে।

তখন শিক্ষকরা ওই শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে সরানোর পরিবর্তে, তাদেরকে একই বিষয় সম্পর্কিত আরও বিভিন্ন কার্যকলাপ শেখায়।

যেন ওই শিশুরা বিষয়টি সম্পর্কে গভীর ধারণা পায়।

এর মানে এই নয় যে ওই শিশুদের থামিয়ে দেয়া হয় বা অপেক্ষা করানো হয়। তারা তাদের মতো শিখে যায়। এই সময়ের মধ্যে বাকি শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যায়ে চলে আসে। লিন্ডফ বলেন।

ধারণাটি হল, যদি কিছু শিশুর যোগ সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা থাকে, তাহলে শিক্ষকরা তাদের সরাসরি বিয়োগে করানোর দিকে নিয়ে যাবেন না, বরং তাদেরকে এমন কিছু দেবেন যা যোগের ধারণাকে আরও কিছুটা প্রসারিত করবে।

উদাহরণস্বরূপ, শিশুদের বড় সংখ্যা যোগ করতে দেওয়া। অথবা অন্যান্য, বিভিন্ন বিন্যাসে সংখ্যা যোগ করানো।

এভাবে, যে শিশুরা ক্লাসের পড়া দ্রুত বুঝতে পারে, তারা ক্লাসের বাকিদের মতো একই ধরণের সমস্যার সমাধান করতে থাকে, তবে তারা এটি করে ভিন্ন উপায়ে।

সিঙ্গাপুরে গণিত শেখানোর জন্য এটা নিশ্চিত করা খুবই জরুরি যে গণিত শেখা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটি শিক্ষার্থীদের নাগালের মধ্যে রয়েছে।

ধারণাটি হল, প্রত্যেকেরই গণিত বোঝার এবং ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে। কারো কারো এই জাতীয় ধারণাগুলো বোঝার দক্ষতা কিছু স্তর পর্যন্ত থাকতে পারে, এবং প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সেই ধারণাটি আয়ত্ত করতে সক্ষম হওয়া উচিত লিন্ডফ ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, কেউ কেউ দ্রুত শিখতে পারে। কিছু শিক্ষার্থী ক্লাসের পড়া যা বোঝে তার একটু গভীরে যেতে পারে।... আমরা প্রায়শই মনে করি যে কিছু শিক্ষার্থী গণিত বোঝে। আর কিছু শিক্ষার্থী কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু সিঙ্গাপুরের গণিত এই ধারণাটি গ্রহণ করে না।

এই পদ্ধতি কি অন্য দেশে কাজ করবে?

পদ্ধতিটি ইতিমধ্যে অন্যান্য দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইসরায়েল এবং যুক্তরাজ্যের শিক্ষার্থীদের ওপর ব্যবহার করা হয়েছে।

ড. লিন্ডফ বিশ্বাস করেন সিঙ্গাপুরের গণিতের সাফল্যের সাথে দেশটির শিক্ষাগত সংস্কৃতি, প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

আমি মনে করি না আপনি এই পদ্ধতি অবিলম্বে অন্য দেশে এটি বাস্তবায়ন করতে পারবেন, তিনি বলেন।

আমি মনে করি না যে আপনি কেবল পদ্ধতিটি নিতে পারেন এবং এটি অন্য দেশে প্রয়োগ করতে পারেন, তিনি বলেছেন।

সিঙ্গাপুরের একটি আকর্ষণীয় এবং অনন্য ইতিহাস রয়েছে, এবং এটি খুব ছোট একটি দেশ। সিঙ্গাপুরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার চিন্তা করা আর যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার চাইতে একেবারেই আলাদা।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় সিঙ্গাপুরের শিক্ষকদের ক্যারিয়ার আরও উন্নত করার সম্ভাবনা বেশি। এজন্য তারা বিভিন্ন সহায়তা পেয়ে থাকে।

সেইসাথে অন্যান্য দেশের শিক্ষকদের তুলনায়, গণিতের প্রতি সিঙ্গাপুরের শিশুদের মনোভাবও সিঙ্গাপুরের গণিতকে সফল করার অন্যতম কারণ।

প্রশ্ন হল, মানুষ কি গণিত পড়ার সুবিধা বুঝতে পারে? এবং গণিত শেখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী তা জানতে পারে?

এই গণিত শিক্ষার লক্ষ্য কী শুধুমাত্র হোমওয়ার্কের সমস্যা সমাধান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি এই শিক্ষার মাধ্যমে তারা তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান করতে পারছে?

সাময়িকী

মিয়ানমারে 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থায় চীন

মিয়ানমারের সামরিক জান্তার কয়েকজন শীর্ষ জেনারেল গত জুনে চীন সীমান্তের কাছে প্রভাবশালী তিনটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। তাঁদের আলোচনার টেবিল নীল কাপড়ে ঢাকা ছিল। টেবিলের ওপর সাজানো ছিল ফুলের তোড়া।

সোমা ঘোষ
প্রাবন্ধিক

সামরিক জান্তার সঙ্গে আলোচনায় বসলেও ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহীরা অন্য কিছুর পরিকল্পনা করে যাচ্ছিল। কারণ, থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে পরিচিত ওই সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী তত দিনে গোপনে অপারেশন ১০২৭ নিয়ে কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছিল। সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে গত অক্টোবরে তারা সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করে। তাদের হামলা শুরু হলে ২০২১ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যায় সামরিক জান্তা।

বিদ্রোহী জোটের অন্যতম শরিক চীনা জাতিগোষ্ঠীর সশস্ত্র সংগঠন মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মির (এমএনডিএএ) মুখপাত্র কিয়াও নায়াং বলছিলেন, 'আমরা যখন জুনে সামরিক জান্তার সঙ্গে বৈঠক করি, তত দিনে আমরা অভিযানের প্রস্তুতি অনেকটা এগিয়ে নিয়েছিলাম।'

অপারেশন ১০২৭-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত শীর্ষ বিদ্রোহী নেতা, বিশ্লেষক এবং এ বিষয়ে খোঁজখবর রাখেন এমন অন্তত এক ডজন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। অভিযান যেহেতু চলমান, তাই অনেকে কথা বললেও নিজেদের নাম প্রকাশ করতে চাননি।

কীভাবে অভিযানের পরিকল্পনা হয়েছিল, কীভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ের জন্য বিদ্রোহীদের ঐক্যবদ্ধ ব্রিগেড তৈরি করা হয়েছে, চীন কেন সামরিক জান্তার ওপর হতাশ হয়ে পড়ছে এমন নানা বিষয়ে তাঁরা খোলামেলা কথা বলেন। অনেক বিশ্লেষকের ধারণা, এসব বিষয় মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের বেশ সাহসী করে তুলেছে।

গত অক্টোবরের শেষ দিকে অভিযান শুরুর পর এর নাম দেওয়া হয় অপারেশন ১০২৭। সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে এই লড়াই দেশজুড়ে এই বিদ্রোহী জোটসহ অন্যান্য গোষ্ঠীকে বিজয় এনে দিচ্ছে। জান্তা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শান্তিতে নোবেলজয়ী অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করেছিল। অভ্যুত্থানের পর সামরিক জান্তা প্রতিবাদকারীদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়ন শুরু করে। তাদের সেই কর্মকাণ্ডই তৃণমূল বিদ্রোহীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং কিছু জাতিগত গোষ্ঠী জান্তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে। তাতমাদো নামে পরিচিত মিয়ানমারের সেনাবাহিনী গত ছয় দশকের মধ্যে পাঁচ দশক মিয়ানমারের শাসনক্ষমতায়। এই বাহিনী নৃশংসতা ও পোড়ামাটির নীতি গ্রহণের মাধ্যমে দেশটিতে একধরনের ভয়ের সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনী বলছে, তারা যাদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে বিবেচনা করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেবে তারা। চার বিদ্রোহী নেতা বার্তা সংস্থাকে জানান, থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের দুই সদস্যসহ অন্য আরও পাঁচটি সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী ২০২২ সালের শুরুতে ৬১১ নামে নতুন ব্রিগেড গঠন করে। এক বিদ্রোহী নেতা বলেন, এই ব্রিগেডে কয়েক হাজার যোদ্ধা রয়েছেন। সংঘাত প্রতিরোধ ও সমাধান নিয়ে কাজ করা ওয়াশিংটনভিত্তিক চিন্তক প্রতিষ্ঠান ইউএস ইনস্টিটিউট অব পিসের (ইউএসআইপি) মতে, মিয়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত এই ব্রিগেড অভূতপূর্ব সহযোগিতার নজির স্থাপন করেছে। ভিন্ন ভাষাভাষী এবং ভিন্ন ঐতিহ্যের মানুষ হওয়ার পরও যোদ্ধারা একসঙ্গে কাজ করছেন। দুই বিশ্লেষক বলছিলেন, সীমান্ত অঞ্চলে বেপরোয়া অপরাধের কারণে যখন সামরিক জান্তার ওপর বেইজিংয়ের ক্ষোভ বেড়ে চলছে, ঠিক সেই সময় এই অভিযান শুরু হয়েছে। ফলে চীনের এই অবস্থান বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর জন্য আরও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। সীমান্ত এলাকায় সামরিক জান্তার মিত্র জাতিগত চীনা কয়েকটি মিলিশিয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে বেইজিংয়েরও সুসম্পর্ক রয়েছে। চীন সীমান্তে অনলাইনে নানা কেলেঙ্কারির সঙ্গে এসব গোষ্ঠী জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। চীনসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক মানুষ এদের হাতে প্রতারিত হচ্ছে। কিন্তু তাদের দমনে সামরিক জান্তা কিছুই করছে না বা করতে পারছে না, যা চীনকে ক্ষুব্ধ করেছে।

জানা অজানা

আগামী পয়লা জানুয়ারি তে মাতাজী আশ্রমে কল্পতরু দিবস পালিত হবে

১৮৮৬ সালের ইংরেজী নব বর্ষের দিনে অর্থাৎ পয়লা জানুয়ারীতে পতিতপাবন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কাশিপুর উদ্যান বাটিতে কল্পতরু হয়েছিলেন,ভক্তদের কৃপা করে ছিলেন,তাঁর আধ্যাত্মিক ভান্ডার খুলে দিয়েছিলেন,ভক্তদের কে বিভিন্ন রূপে দর্শন দিয়েছিলেন,আত্ম প্রকাশে অভয়দান করেছিলেন ও তোমাদের সবার চৈতন্য হউক বলে সবাইকে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন।তাই ঠাকুরের ভক্তেরা এই দিনটিকে কল্পতরু দিবস হিসাবে পালন করে থাকেন ।রামকৃষ্ণ ভক্ত মণ্ডলির কাছে তাই পয়লা জানুয়ারী শুধু ইংরেজী নব বর্ষ বলে নয় কল্পতরু দিবস হিসাবে ও এই দিনের মহত্ব অনেক বেশি।কল্পতরুর কাছে যে যা চায় সে তাই পায়।সেজন্য ভগবান কেউ কল্পতরু বলা হয়।

গত বছরের মত এ বছর ও মাতাজী আশ্রমের নব নির্মিত রামকৃষ্ণ মন্দিরে আগামী পয়লা জানুয়ারী ২০২৪ সোমবার বেলা ২ টা থেকে কল্পতরু দিবস পালন করা হবে।এই উপলক্ষে সামুহিক জপ ও প্রার্থনা,কল্পতরু দিবস সম্বন্ধে আলোচনা,ঠাকুরের নাম গান প্রভৃতি কার্য্যক্রম হবে।এই পবিত্র দিনকে উদযাপন করার জন্য মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সকল ভক্তদের সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

গীতা পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ

সুনীল কুমার দে

গীতার কথা কে না জানে,কে না গীতার নাম শুনেছে।যে গীতার নাম শুনে নি তাকে অভাগাই বলবো। গীতা শুধু সনাতন ধর্মের মানুষের জন্যই নয়,গীতা পৃথিবীর সকল মানুষের অমূল্য সম্পদ।গীতা একটি জীবন দর্শন, গীতা একটি বিজ্ঞান,গীতা একটি জ্ঞানের খনি।গীতা হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বানী যা তিনি আজ থেকে ৫১২৪ বছর আগে কুরুক্ষেত্রের মাঠে কৌরব ও পাণ্ডবের মহা সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগে মোহগ্রস্থ মহারথী অর্জুনের মোহ দূর করার জন্য যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেটাই গীতা।গীতা দ্বাপর যুগের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ উপহার।যখন শান্তির সব পথ বন্ধ হয়ে গেলো তখন যুদ্ধই একমাত্র সমস্যা সমাধানের বিকল্প রয়ে গেল।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ এড়ানোর অনেক চেষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু পারলেন না।অভিমানী ও অহংকারী দুর্য্যধনের অন্তিম কথা ছিলো,,বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচগ্র মেদিনী।সেদিন ছিলো অ গ্রহায়ণের একাদশী তিথি।কুরুক্ষেত্রের মাঠে কৌরব ও পাণ্ডব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।অর্জুনের রথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারথী।সামনে পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোনাচার্য্য,কুলগুরু কৃপাচার্য্য,মহারথী কর্ণ, দুর্য্যধন ও দুশাসন সহ একশো জেঠতুতো ভাইয়েরা সামনে দাঁড়িয়ে।এদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে।অর্জুন মোহ গ্রস্থ হলেন ও যুদ্ধ না করার জন্য গান্ডিব ত্যাগ করলেন।শুরু হলো অর্জুন বিষাদ যোগ।এখান থেকেই গীতা শুরু।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মোহ ভঙ্গ করার জন্য উপদেশ দিতে শুরু করলেন।গীতাতে মোট আঠারো টি অধ্যায় আছে যথা অর্জুন বিষাদ যোগ,সাংখ্যা যোগ,কর্ম যোগ,জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাস যোগ,কর্ম সন্ন্যাস যোগ,আত্ম সংযোগ যোগ,জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ,অক্ষর ব্রহ্ম যোগ,রাজ বিদ্যা রাজ গুজ্য যোগ,বিভূতি যোগ,বিশ্ব রূপ দর্শন যোগ,ভক্তি যোগ,ক্ষেত্র ক্ষেত্র বিভাগ যোগ,গুণত্রয় বিভাগ যোগ,পুরুষোত্তম যোগ,দেবাশুর সমাদ্ধি ভাগ যোগ,শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ ও মোক্ষ সন্ন্যাস যোগ।গীতাতে মোট ৭০০ শ্লোক আছে।কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যা ঘটছে তা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র কে চোখে দেখা হাল শুনাচ্ছেন।এই হলো মোটামুটি গীতার পরিচয়।গীতাতেই ভগবান সম্ভবামি যুগে যুগে অর্থাৎ যুগে যুগে মানব শরীর ধারণ করে ধর্ম সংস্থাপন,দুষ্টদের বিনাশ ও ভক্তদের রক্ষা জন্য আসার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।গীতাতেই আত্মার জন্ম নাই,মৃত্যু নাই,আত্ম অজর, অমর ও অবিনাশি এ কথা বলেছেন।গীতাতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের পূর্ণ জন্মের কথা বলেছেন।গীতাতে কি নেই।গীতা তাই সকল মানুষের সম্পদ।গীতা তাই সার্বজনীন।গীতা শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মের ধর্ম গ্রন্থ নয়।তাই গীতাকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্ম গ্রন্থ হিসাবে ঘোষণা করা হউক,গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে ভারত সরকারের কাছে আমার আবেদন,নিবেদন ও প্রার্থনা।

পাঠকের চিঠি

সময় চলিয়া যায়

ছোট বেলায় পড়ে ছিলাম,,,, সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়, যেজন না বুঝে তারে ধিক শতধিক,বলিছে সোনার ঘড়ি টিক টিক টিক। তখন সময়ের মহত্ব ঠিক ভাবে বুঝতে পারিনা।আজ ৬৬ বছরের দোড় গড়ায় দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছি সময় টা কত মূল্যবান।জীবনে কোনদিন ভাবি নি জীবন টা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে।মানুষের ভীড়ে আজ নিজেকে বড় একা মনে হয়।নির্জনে যখন একা বসে থাকি তখন পুরানো দিনের কত কথা মনে পড়ে।ভাবি এই তো সেদিন ছোট বেলায় কত হেসেছি,কেদেঁছি,কত খেলেছি,আনন্দ করেছি।কত খুশির জীবন ছিল।ছাত্র জীবন গেল, কর্ম জীবন এলো।যাত্রা, নাটক, হরিনাম সংকীর্তন, নানা বিধ সামাজিক কাজ, সমাজ সেবা, সভা,সমিতি,পরিষদ, আশ্রম এই নিয়ে কেটে গেল অনেক সময়।দেখতে দেখতে যৌবন পেরিয়ে বার্ধকে পা দিলাম।তারপর একদিন ৬০বছর ও পূর্ণ হলো।কর্ম জীবন থেকে অবসর ও নিলাম।হঠাৎ করে আবার হার্টের রোগ হলো।ওপারেশন হলো।জীবন অকেজো ও হয়ে গেল।ভেবে ছিলাম অবসর জীবন টা হাল্লা গুল্লা করে বেশ আনন্দে কাটাবে তাও আর হলো না।আমরা জীবনে ভাবি অনেক কিছু কিন্তু হয় অন্য কিছু।আমরা ভগবানের হাতের পুতুল।সব কিছু আমাদের হাতে নয়। দেখতে দেখতে চোখের সামনে ২০০-৩০০ জন প্রিয় মানুষ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন চলে গেল যাদের সাথে একদিন থেকেছি,তাদের নিয়ে আনন্দ করেছি,তাদের সাথে কাজ করেছি।আজ মাঝে মাঝে মনে হয়,,সবাই চলে গেল ভাই আমি রইলাম পড়ে।মাঝে মাঝে ,,হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে,,কিংবা সকলি ফুরিয়ে যায় মা,আমার সাধ না মিটিল,আশা না ফুরিল,,এই গান গুলো যখন শুনি মন টা তখন বিষাদে ভরে যায়।ভাবি তখন যেতেই যখন হবে তখন এত মান অভিমান, অহংকার, ঝগড়া, ঝাটি, দলাদলি, মন কষাকষি, খুন হত্যা, কেশ মামলা কেন।তবে কি এর নাম মায়া।আজ জীবনের শেষ গোড়ায় এসে বুঝলাম, সময় বলবান,সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না।সে নিজের চালে চলে।যেজন না বুঝে তারে ধিক শত ধিক।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আগামী ২৬ ডিসেম্বর ধুবড়ি জেলার চাপরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বলে মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বরার

যোরহাট শিবসাগর তিতাবর নয় বরং পূর্ব বঙ্গীয় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় অস্তিত্ব কংগ্রেসের বলে কটাক্ষ বিজেপির

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটিঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একদিকে কংগ্রেস রাজ্যের ১৪ টি কেন্দ্রের জন্য দলীয় প্রার্থীদের থেকে জনপ্রতি এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে টিকিটের জন্য আবেদন পত্র জমা নিচ্ছে অন্যদিকে ১৫ টি দলের সঙ্গে গঠিত বিরোধী মঞ্চের ক্ষেত্রে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য রণকৌশল নির্ধারণ তথা প্রার্থী চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে আগামী ২৬ ডিসেম্বর ধুবড়ি জেলার চাপরে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই তথ্য জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তবে যোরহাট শিবসাগর তিতাবর ইত্যাদি স্থান নয় বরং পূর্ব বঙ্গীয় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় অস্তিত্ব কংগ্রেসের বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

প্রসঙ্গত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি রাজনৈতিক দলের মিত্র জোট বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ইতিমধ্যে উজান অসমের তিনসুকিয়ায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই বৈঠকেও প্রার্থী কেন্দ্রিক কোনো ধরনের আলোচনা কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এমনকি নির্বাচন সংক্রান্ত বিস্তারিত রণকৌশল সেই বৈঠকে নির্ধারণ করা যায়নি। ফলে এবার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর ধুবড়ি জেলার চাপরে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন ২৬ ডিসেম্বর ধুবড়ি জেলার চাপরে আয়োজিত বিরোধী কমান্ডের বৈঠকে লোকসভা নির্বাচনের কৌশল বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে প্রযোজনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এমনকি সেই বৈঠকে বিরুদ্ধে ঐক্য মঞ্চের ১৫ টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে লোকসভা নির্বাচনের আসনের বোঝাবুঝি সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে বলে জানা গেছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠকের স্থানকে কেন্দ্র করে এবার রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ধুবড়ি জেলার চাপরকে এই বৈঠকের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়ার ফলে এক্ষেত্রে শাসক দল বিজেপি তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। মূলত এই বৈঠকের জন্য যোরহাট শিবসাগর তিতাবর ইত্যাদি এলাকা নির্বাচিত না করে পূর্ব বঙ্গীয় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ধুবড়ি জেলার চাপর নির্বাচিত করে কংগ্রেস নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা করছে বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। তবে শাসক দলের এই সমালোচনাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিতে রাজি নন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। কারণ তার পছন্দের স্থান হিসেবে ধুবড়ি জেলার চাপরকে বেছে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে সিপাঝাড়ে আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের পরবর্তী আলোচনা সভা সংক্রান্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন বিজেপি বলে আসা অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারী মিঞা বসতি পূর্ণ এলাকায় কংগ্রেসের ভিত্তি। এই বৈঠক আয়োজন করার করে কংগ্রেস এটাই প্রমাণ করেছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে থাকা এনজিও তথা ক্লাবের এই মিত্র জোট অনুপ্রবেশকারী মিঞা বসতি পূর্ণ এলাকায় তাদের ভিত্তি বলে ভাবে। এবং এটাকে লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা তাদের বৈঠকের স্থান হিসেবে চাপরকে বেছে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন তিনি ভেবেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা ১৫ বছর শাসনে থাকা দলের নেতা তথা প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর বিধানসভা কেন্দ্র তিতাবর থেকে নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করবেন। এটা হলে তবুও বলা যেত কংগ্রেস আজও জন সমর্থনের আশা বজায় রেখে চলেছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

একইভাবে বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকা বলেন বৈঠকের জন্য ধুবড়ি জেলার চাপরকে বেছে নেওয়া অর্থাৎ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা জিহাদ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তিনি যদি উজান অসমের অন্য কোনো এলাকা বটদ্রবা কিংবা মাজুলী এক্ষেত্রে বাছাই করতেন তাহলে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা রণ অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বলা যেত। ভূমিপুত্র নয় বরং মিঞার মধ্যেই বেঁচে রয়েছে কংগ্রেস। তিনি বলেন কংগ্রেস দলটি ভূমিপুত্রদের সঙ্গে নেই কিংবা ভূমিপুত্ররা কংগ্রেসের সঙ্গে নেই। ফলে স্বাভাবিক ভাবে কংগ্রেস প্রবজনকারী বাংলাদেশী মিঞার মধ্যে রয়েছে। ফলে সিম্বলিক অথবা প্রতীকী হিসেবে যে কংগ্রেস ওদেরকে ভালবাসে সেটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে ধুবড়ি জেলার চাপরকে এই সংক্রান্তে বেছে নেওয়া হয়েছে। ১৫ টি রাজনৈতিক দল ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এই মন্তব্য করে এক্ষেত্রে কংগ্রেসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিধায়ক মানব ডেকা।

বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা বলেন পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান যেখানে রয়েছে, সেখানেই রয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস দলের সভাপতি সারা রাজ্য জুড়ে বহু ঐতিহ্যময় এবং প্রখ্যাত স্থান হিসেবে পরিচিত বটদ্রবা, বরপেটা, শিবসাগর, তেজপুর থাকা সত্বেও তারা সেখানে বৈঠক আযোজন করতে পারেনি।

বৈঠক আযোজন করা হয়েছে ধুবড়ি জেলার চাপরে। এর কারণ সেই চাপরে বঙ্গীয় মুর্সলমানের রাজত্ব রয়েছে। অর্থাৎ যেখানে মোগলের রাজত্ব রয়েছে সেখানে গিয়ে কংগ্রেস সভা আযোজন করেছে। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন মোগলের রাজত্বে তারা বৈঠক আযোজিত করেছে। যেহেতু মোগলের রাজত্ব তারা বৈঠক আযোজন করেছে ফলে তাদের অবস্থাও মোগলের মতন হবে বলে আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা।

টুকরো খবর

হাতে মাত্র একদিন সময় বাকি থাকায় কংগ্রেস মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে দলীয় টিকেট প্রত্যাশীদের ভিড় চরমে

শিলচর কেন্দ্রের জন্য আবেদনপত্র দাখিল নৈঋতা জয়শুক্লা এবং সৌম্য কান্তি পুরকায়স্থের

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বর চূড়ান্ত তারিখ। হাতে মাত্র একদিন সময়। এরপরে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন করা যাবে না। ফলে হাতে মাত্র একদিন সময় থাকার ফলে কংগ্রেসের টিকেট প্রত্যাশীদের ভিড় রাজীব ভবনে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রার্থীদের পাশাপাশি শিলচর লোকসভা কেন্দ্র থেকেও দলীয় টিকিটের আশায় আবেদন পত্র দাখিল করেছেন নৈঋতা জয়শুক্লা এবং সৌম্য কান্তি পুরকায়স্থ। লোকসভা নির্বাচনের জন্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রস্তুতি হিসাবে দলের টিকেট কেন্দ্রিক তৎপরতা শুরু করেছিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। পূর্বে জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী লোকসভা নির্বাচনের জন্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস ১১ ডিসেম্বর থেকে টিকিটের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করার দিন ধার্য করেছিল। এক্ষেত্রে আবেদন পত্র জমা করার শেষ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী টিকিটের প্রত্যাশায় রাজীব ভবনে প্রার্থীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছিল। তবে এবার যেহেতু মঙ্গলবার আবেদনপত্র জমা করার শেষ দিন ধার্য করা রয়েছে ফলে এর একদিন আগে অর্থাৎ সোমবার রাজিব ভবনে টিকেট প্রত্যাশী প্রার্থীদের ব্যাপক ভিড় জমে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এমনকি অন্যান্য প্রার্থীদের পাশাপাশি কংগ্রেসের বর্তমান সাংসদ রানী নরহ এবং আব্দুল খালেকের প্রতিনিধিরাও এসে আবেদনপত্র জমা করে গেছেন তবে এদিনের প্রার্থীদের মধ্যে সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের টিকিট প্রত্যাশী নৈঋতা জয়শুক্লা। নিজের মা এবং অন্যান্যদের সাথে এই প্রার্থী কংগ্রেস মুখো কার্যালয় রাজিব ভবনে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেছেন। হাসিমুখে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে নৈঋতা জয়শুক্লা বলেন মা কামাখ্যা মন্দিরে থেকে আশীর্বাদ নিয়ে জয় ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে শিলচর লোকসভা কেন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে তিনি এদিন টিকেটের জন্য আবেদন পত্র জমা করেছেন। টিকেট পাওয়া গেলে নিশ্চিত তিনি জয়লাভ করবেন। ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা ধারায় জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেকের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। ফলে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে নির্বাচনে তিনি সমর্থন পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের টিকিট প্রত্যাশী নৈঋতা জয়শুক্লা। একইভাবে শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের টিকেটের জন্য আবেদনপত্র জমা করেছেন সৌম্য কান্তি পুরকায়স্থ। এক লক্ষ টাকার ডিমান্ড ড্রাফ্টের সঙ্গে আবেদনপত্র জমা করে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন বর্তমান তিনি ফ্রি রয়েছেন। কর্পোরেট সেক্টরে চাকরি করার পর বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত সৌম্য কান্তি পুরকায়স্থ। তাছাড়া সন্তানরাও বর্তমান সেটেল হয়ে গেছেন। তাছাড়া সামাজিক কাজ করার ক্ষেত্রে অনেকদিন যাবত তার একটি আগ্রহ রয়েছে। ফলে পরিবারের তরফেও তার এই আগ্রহকে সম্মান জানিয়ে তাকে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। অবশেষে পরিবারের উৎসাহে এবং নিজের আগ্রহ হিসাবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য শিলচর কেন্দ্র থেকে টিকিটের আবেদন পত্র জমা করেছেন তিনি। নির্বাচনে দলের টিকেট পেলে তিনি নিশ্চয় জয়লাভ করবেন বলে মন্তব্য করেছেন সৌম্য কান্তি পুরকায়স্থ। শিলচর লোকসভা কেন্দ্র ছাড়াও বরপেটা, যোরহাট, লক্ষিমপুর ইত্যাদি কেন্দ্রের প্রার্থীরাও এদিন টিকেটের জন্য আবেদন পত্র দাখিল করেছেন। বরপেটা কেন্দ্র থেকে জনৈক রাতুল কলিতা বিশাল সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে খালি পায়ে রাজিব ভবনে প্রবেশ করে আবেদন পত্র জমা করেন। তিনি বলেন বরপেটা কেন্দ্র থেকে টিকেট পেলে ২-৩ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে বিজেপিকে পরাস্ত করে তার জয়লাভ করা নিশ্চিত। একইভাবে বরপেটা কেন্দ্রের টিকিট প্রত্যাশী রিতা ডেকা দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন পত্র দাখিল করেছেন। তাছাড়া যোরহাট লোকসভা কেন্দ্রের জন্য দলীয় টিকেট প্রত্যাশী বনশ্রী গগৈ আবেদন পত্র দাখিল করেছেন। তাছাড়া লক্ষিমপুর কেন্দ্রের জন্য বর্তমান সাংসদ রানী নরহ এবং বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান সংসদ আব্দুল খালেক নিজেদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে টিকেটের জন্য আবেদন পত্র দাখিল করেছেন।

একটি নির্ধারিত দল নয় বরং কেন্দ্র ভিত্তিতে বিভিন্ন দলের সঙ্গে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া

কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল নয় এটা মানতে নারাজ, বিজেপির উল্টো মত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে শুধুমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় বরং বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্র ভিত্তিক নানা দলের সঙ্গে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্যের পরেই রাজনৈতিক মহলে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তবে কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল নয় এটা মানতে নারাজ। কিন্তু এক্ষেত্রে বিজেপির উল্টো মত রয়েছে।

প্রসঙ্গত লোকসভা নির্বাচনে একটি দল বিশেষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নয়। বরং লোকসভা কেন্দ্র ভিত্তিক বিভিন্ন দলের সঙ্গে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন করিমগঞ্জ, ধুবড়ি এবং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ এর সঙ্গে। তাছাড়া কোকরাঝাড় এবং দরং ওদালগুড়ি কেন্দ্রে হাগামা মহিলারি নেতৃত্বাধীন বিপিএফ এর সঙ্গে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। অন্যদিকে অন্যান্য কেন্দ্রগুলোতে অর্থাৎ ৯ টি কেন্দ্রতে বিজেপি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে নিজেদের বিরোধী বলে পরিচয় দেওয়া কংগ্রেসে মধ্যে এই মন্তব্য ঘিরে ব্যাপক চর্চা অব্যাহত রয়েছে। তবে এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সভাপতি ভূপেন বরা বলেন প্রায় ২০ বছর ধরে কংগ্রেসে থাকার পর মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিতে গেছেন। তাছাড়া বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন দল এবং সরকারের অধিকাংশ কংগ্রেসের ব্যক্তি। কংগ্রেসের প্রোডাক্ট বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য অনুসারে বিজেপি ৫ টি কেন্দ্রে বিপিএফ এবং এআইইউডিএফ এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কিন্তু বাকি থাকা ৯ টি কেন্দ্রে বিজেপিকে লড়াই করতে হবে। ১৪ টি আসনের পঞ্চাশ শতাংশ হচ্ছে সাতটি আসন। এর বিপরীতে যদি নয়টি আসনে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহলে কংগ্রেস এই প্রধান বিরোধী দল বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক তথা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

এর বিপরীতে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন কংগ্রেসের অস্তিত্ব কোথায় রয়েছে। সারাদেশে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। কোন কংগ্রেসের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কংগ্রেসের নেতারা গর্ব করে বলছিলেন ৩ ডিসেম্বরে কিছু একটা হবে, বিজেপিকে ছারখার করে দেবে। কিন্তু সেটা বাস্তবে হয়নি। বর্তমান দলটির প্রত্যেকেই গর্তে লুকিয়ে রয়েছে। সেই গর্তের থেকে বেরোতে তাদের দুই মাস সময় লাগবে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের রাজনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগত। এই মুহূর্তে কংগ্রেসের বিজেপির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি নেই। গত ১৫ দিন কংগ্রেস গর্তে লুকিয়ে ছিল। আরো দেড় মাস এভাবেই গর্তে লুকিয়ে থাকবে দলটি। ফলে এবার টিকেটের নামে এক লক্ষ টাকা করে নিয়ে সেক্ষেত্রে একটি স্ক্যাম করা যায় কিনা সেটা নিয়ে ব্যস্ত কংগ্রেস। দলকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কংগ্রেস ব্যস্ত নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন মুখ্যমন্ত্রী এর আগে মন্তব্য করেছিলেন সাড়ে ১১ টি আসনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন শাসক মিত্র জোট জয়ী হচ্ছে। বাকি আড়াইটি কেন্দ্র বিরোধীদের মধ্যে থাকবে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বিরোধীদের আড়াইটি কেন্দ্রে কিন্তু কংগ্রেস নেই। এই কেন্দ্রগুলোতে কোথাও এআইইউডিএফ এবং কোথাও অন্যান্য দল রয়েছে। এমনকি ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্র লক্ষ্য করলে বোঝা যায় কংগ্রেস বিরোধী দলে নেই। বর্তমান বিরোধীদের মূল লক্ষ্য মিঞা মুসলমান কিংবা অনুপ্রবেশকারী মুসলমান। এই লক্ষ্যের মধ্যেই কোথাও এআইইউডিএফ থাকে কোথাও জাতীয় দল কিংবা কোথাও অসম জাতীয় পরিষদ রয়েছে। এখানে কংগ্রেস কোথায় রয়েছে তারাও খুঁজে পাচ্ছে না। কংগ্রেস সেইভাবে নিজেদের বিশ্লেষণ ও করতে শিখেনি। দুটি তিনটি রাজ্য পরাজিত হওয়ার পরেও দলটি এখনো আত্ম অভিমানে জর্জরিত হয়ে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকা বলেন বাস্তবে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রেই অস্তিত্ব নিয়ে কংগ্রেসের। এমনকি দ্বিতীয় হিসেবেও তালিকায় নেই দলটি। তবে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় এআইইউডিএফ রয়েছে। অন্যদিকে কোকরাঝাড়ের মতন উপজাতি এলাকায় রয়েছে বিপিএফ। তিনি বলেন বর্তমান অসমে ডিমা হাসাও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার এই নির্বাচন সম্পর্কে কোন ধরনের মন্তব্য নেই। ফলে জনসাধারণের মধ্যে নেই কংগ্রেস। দলটি শুধুমাত্র বঙ্গদেশীয় মুসলমান আগ্রাসন থাকা এলাকায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকা।

অচিরেই বন অধিকার আইন বাস্তবায়ন না হলে অধিকার আদায়ে গ্রামীণ করবেন আন্দোলন

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ চান্ডিল ব্লকের চৌকা পঞ্চায়েত ভবনে বন অধিকার কমিটি এবং বিভিন্ন গ্রাম সভার সমাজকর্মীদের একটি বৈঠকের আযোজন করা হয়। যাতে দ্রুত বন অধিকার আইন বাস্তবায়ন না করায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। এ প্রসঙ্গে বন অধিকারকর্মী বৃহস্পতি সিং সরকার বলেন, চান্ডিল ব্লকের ২৬টি গ্রামের মানুষ সম্মিলিত বন অধিকার দাবি করেছে। কিন্তু মাত্র চারটি গ্রামের দাবি অনুমোদন করা হয়েছে। একইভাবে, নিমডিহে, ২৯টি গ্রাম দাবি করেছে এবং মাত্র ৯টি অধিকার পেয়েছে। সিনিয়র অ্যাক্টিভিস্ট ডোমান ভাস্কে বৈঠকে বলেন যে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এই আইনটি বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত আগ্রহ নিচ্ছেন এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের যথাযথ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেন যে এই বিষয়ে মহকুমা আধিকারিক চান্ডিলের সাথে দেখা করে আইনটি কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করা হবে এবং তাকে এক মাসের সময় দেওয়া হবে। এক মাসের মধ্যে, হয় ভুল সংশোধনের জন্য অথবা সম্মিলিত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আবেদনটি গ্রামসভায় পাঠান। তা না হলে বন অধিকার জবাবদিহি কমিটি বিভিন্ন গ্রামের তরফে চান্ডিল মহকুমার সামনে সমাবেশ করা হবে। এই বৈঠকে গজুরাম মাঝি, ভদ্রু সিং মুন্ডা, অনিল চন্দ্র মাঝি, গণেশ মাঝি, ধনিরাম মাঝি, ভোনুলাল হাঁসদা, সিমোল বেসরা, প্রেমচাঁদ কিস্কু, নন্দলাল মাঝি, কালিপদ মাঝি, রামদাস মাঝি, বিস্থাপিত মুক্তি বাহিনীর শ্যামল মাঝি, নারায়ণ গোপ, কিরণ বীর, অরবিন্দ জুম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের টিটোয়েন্টি দলে তিন উইকেটকিপার, নেই শাদাব

কলকাতা ঃ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টিটোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। আজ সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজ পাঁচ ম্যাচের টিটোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন। এই সিরিজে প্রথমবার পাকিস্তানের টিটোয়েন্টি দলকে নেতৃত্ব দেবেন পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি। চোটের কারণে দলে নেই লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার শাদাব খান। নেই মোহাম্মদ হারিসও। দলে ডাক পেয়েছেন তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হাসিবউল্লাহ খান। ফিরেছেন আজম খান। দলে আছেন যথারীতি মোহাম্মদ রিজওয়ানও। অর্থাৎ ১৭ সদস্যের দলে তিনজন উইকেটকিপার নিয়েছে পাকিস্তান। তিনজন উইকেটকিপার নেওয়া প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব বলেছেন, ‘ তিনজন উইকেটকিপার ব্যাটারই ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রমাণিত পারফরমার। গত কয়েক বছরে আমরা ব্যাকআপ তৈরি করতে পারিনি। বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে আমরা ব্যাকআপ তৈরি করতে চাই এবং নতুন কিছু ছেলেকে নিয়ে চেষ্টা করতে চাই।’ শাদাবের চোট নিয়ে প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘টিটোয়েন্টি ক্রিকেটে শাদাব খান পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ একজন ক্রিকেটার। সে সাদা বলবিশেষজ্ঞ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে এই মৌসুমে চোটে পড়েছে, তাঁর অ্যাঙ্কেল মচকে গেছে, পুনর্বাসনের জন্য দুই সপ্তাহ সময় লাগবে। এর পর থেকে সে বল করতে পারবে।’ গত এশিয়া কাপের পর থেকেই পাকিস্তান দলে নেই হারিস। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় থাকলেও পাকিস্তানের হয়ে ৯টি টিটোয়েন্টি খেলা এই ব্যাটসম্যান নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকে বাদ পড়েছেন, ‘হারিসকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। আমরা হারিসের সামর্থ্য দেখেছি। যেহেতু সে আমাদের সামনের পরিকল্পনায় আছে, আমরা আমাদের পুলের অন্য খেলোয়াড়দের ব্যবহার করতে চাইছি।’ ১২ জানুয়ারি অকল্যান্ডে হবে সিরিজের প্রথম ম্যাচ।

২ কোটি টাকাতে ধোনির চেন্নাইয়ে মোস্তাফিজ

চেন্নাই (ওয়েবডেস্ক) ঃ সাম্প্রতিক সময়ে বিবর্ণ পারফরম্যান্সের কারণে মনে হয়েছিল, এবারের আইপিএলে মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর তেমন আগ্রহ থাকবে না। তার ওপর নিলামে নিজেকে সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যের তালিকায় রাখা ও বিসিবির কাছ থেকে পুরো মৌসুম খেলার ছাড়পত্র না পাওয়ায় তাঁকে কেনার সম্ভাবনা ছিল আরও কম। তবে শেষ পর্যন্ত ঠিকই দল পেয়েছেন মোস্তাফিজ। আইপিএল ইতিহাসের যৌথভাবে সফলতম দল মহেন্দ্র ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস খেলবেন বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার। তাঁকে ভিত্তিমূল্য ২ কোটি টাকাতে কিনেছে চেন্নাই। দুবাইয়ে চলমান ২০২৪ আইপিলের নিলাম হচ্ছে ক্ষুদ্র পরিসরে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘মিনি অকশন’। আজই খেলোয়াড় কেনার এই হাঁকডাক শেষ হবে। বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায় শুরু হওয়া নিলামে রাত ৮টা পর্যন্ত মোস্তাফিজের নাম না ডাকায় শঙ্কা জেগেছিল, আইপিএলের ১৭তম আসরে বোধহয় বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটার থাকছেন না। কারণ, এবারের আইপিএল নিলামে বাংলাদেশিদের মধ্যে শুধু মোস্তাফিজেরই নাম ছিল। শেষ পর্যন্ত রাত ৮টা ৮ মিনিটে রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই (মুম্বাই ইন্ডিয়ানসও পাঁচবার শিরোপা জিতেছে) তাঁকে কিনে নিলে শঙ্কা দূর হয়। চেন্নাই সুপার কিংস হতে যাচ্ছে আইপিএলে মোস্তাফিজের পঞ্চম ফ্র্যাঞ্চাইজি।

বৃত্তপূরণের অপেক্ষায় থাকা গার্দিওলা বললেন, ‘আমরা এটা জিততে চাই’

প্যারিস ঃ গত মৌসুমেই ম্যানচেস্টার সিটিকে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানোর ‘স্বপ্নপূরণ’ করেছেন পেপ গার্দিওলা। শুধু চ্যাম্পিয়নস লিগই অবশ্য নয়, গত মৌসুমে ট্রেবল জয়ে দুর্দান্ত এক কীর্তিও গড়েছে ইতিহাদের ক্লাবটি। এবার গার্দিওলার সামনে সুযোগ সিটির হয়ে বৃত্তপূরণের। সিটির হয়ে একটি ছাড়া সম্ভাব্য সব শিরোপা জিতেছেন গার্দিওলা। বাকি থাকা সেই একটি শিরোপা হচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ শিরোপা। গার্দিওলা নিজে অবশ্য বার্সেলোনার হয়ে দুবার এবং বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে একবার এই ট্রফি জিতেছিলেন। এবার সুযোগ সিটির হয়েও শিরোপাটি জেতার।

এই ট্রফিটি নিজেদের করতে হলে সিটিকে পার করতে হবে দুটি ম্যাচের বাধা। যার প্রথমটিতে সৌদি আরবের কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে আজ রাতে সেমিফাইনালে সিটি মুখোমুখি হবে জাপানের ক্লাব উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসের। এই ম্যাচ জিতলে শুক্রবারের ফাইনালে সিটি মুখোমুখি হবে ব্রাজিলের ফ্লুমিনেন্সের। প্রথম সেমিফাইনালে ফ্লুমিনেন্স ২-০ গোলে হারিয়েছে মিসরীয় ক্লাব আল আহলিকে।

শক্তিসামর্থ্যে সিটির ধারেকাছেও নেই জাপানের উরাওয়া। আজ রাতেও সহজ জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। তবে নিরঙ্কুশ ফেবারিট হলেও অপরিচিত প্রতিপক্ষকে

হালকাভাবে নিলে বিপদ ঘটতে পারে সিটির। ম্যাচের আগে মাঠের লড়াইয়ের চেয়ে টানা ম্যাচ খেলার ক্লান্তি নিয়েই বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গার্দিওলা। তবে এই প্রতিযোগিতায় খেলতে পেরে নিজের আনন্দের কথাও বলেছেন এ স্প্যানিশ কোচ। জেদ্দায় ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে গার্দিওলা বলেছেন, ‘আমরা এটা জিততে চাই। এ ট্রফিটি আমাদের নেই। ছোট বৃত্তপূরণ করার এবং সম্ভাব্য সবকিছু জেতার এটা একটা সুযোগ। হয়তো আমরা এই সুযোগ আর পাব না। প্রিমিয়ার লিগে আমাদের প্রতি তিন দিন অন্তর ম্যাচ থাকে, এটা কঠিন। খেলোয়াড়রা বিষয়টা জানে এবং আমরা চেষ্টা করব ভালো করার।’

সুযোগ কাজে লাগাতে মুখিয়ে থাকা গার্দিওলা আরও বলেছেন, ‘ম্যানচেস্টার সিটি প্রথমবারের মতো এখানে এসেছে। এখানে আসতে পারা আমার জন্য আনন্দের। আমরা এটাকে বিশেষ কিছু হিসেবেই দেখছি। এখানে আসতে পারাটা সম্মানের। এখানে বসতে পারা এবং কালকে খেলতে পারা এটা বোঝায় যে আমরা অতীতে দারুণ কিছু করেছি। আমাদের এই সুযোগ কাজে লাগানো উচিত এবং যোগ্য হিসেবেই ফাইনালে যাওয়া উচিত।’

এর মধ্যে সম্প্রতি প্রতিযোগিতার ফরম্যাট বদলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফিফা। ২০২৫ সাল থেকে প্রতিযোগিতাটি মূলত ৩২ দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ জুন থেকে ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে। নতুন আঙ্গিকে খেলা নিয়ে গার্দিওলা বলেছেন, ‘আমি নতুন প্রতিযোগিতার বিপক্ষে নই। আমি বছরের পর বছর ধরে নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য কম সময় পাওয়ার বিপক্ষে। এটা নিয়েই আমি অভিযোগ করে আসছি।’

আইপিএল নিলামের সবচেয়ে দামি ৫

কাতার ঃ আইপিএলের ইতিহাসে আজ সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়ে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন গত মৌসুমে স্যাম কারেনের রেকর্ড। তবে কামিন্সের সে রেকর্ড বেশিক্ষণ টিকতে দেননি মিচেল স্টার্ক। ঐতিহাসিক দিনে নেওয়া যাক আইপিএল নিলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ৫ খেলোয়াড়কে

৫. বেন স্টোকস
১৬ কোটি ২৫ লাখ
চেন্নাই সুপার কিংস, ২০২৩

ইংল্যান্ড অলরাউন্ডার ও টেস্ট অধিনায়কের ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ও চেন্নাইয়ের ত্রিমুখী লড়াইয়ের পর তাঁকে ১৬ কোটি ২৫ লাখ টাকাতে কেনে চেন্নাই। তবে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ দামি দুজন খেলোয়াড়ের ভেতরে ছিলেন না তিনি। অবশ্য চোটের কারণে গত মৌসুমে মাত্র ২ ম্যাচ খেলেন স্টোকস। এ মৌসুমের আগে চেন্নাই ছেড়ে দেয় তাঁকে। এবার আইপিএলের নিলামে নিজেকে তোলেননি স্টোকস।

৪. ক্যামেরন গ্রিন
১৭ কোটি ৫০ লাখ
মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, ২০২৩

গত মৌসুমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড় ছিলেন ক্যামেরন গ্রিন। অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডারের ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি টাকা। দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত ১৭ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে তাঁকে কেনে মুম্বাই। এবার নিলামের আগেই তাঁকে বেঙ্গালুরুর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে তারা।

৩. স্যাম কারেন
১৮ কোটি ৫০ লাখ
পাঞ্জাব কিংস, ২০২৩

টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল ও টুর্নামেন্টসেরা হয়ে নিলামে এসেছিলেন কারেন। তাঁরও ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি টাকা। তাঁকে নিয়ে মুম্বাইয়ের সঙ্গে লড়াই ছিল পাঞ্জাবের। শেষ পর্যন্ত ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে তাঁকে দলে ভেড়ায় পাঞ্জাব, যেটি ছিল আইপিএলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ। শুধু নিলামই নয়, সব মিলিয়েই আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া ক্রিকেটার হয়ে যান তিনি।

২. প্যাট কামিন্স
২০ কোটি ৫০ লাখ
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, ২০২৪

জাতীয় দলের জন্য গতবারের আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন কামিন্স। এরপর জেতেন ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ইংল্যান্ডে গিয়ে অ্যাশেজ ধরে রাখা দলকেও নেতৃত্ব দেন। সর্বশেষ ভারতের মাটিতেই অস্ট্রেলিয়াকে রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো শিরোপা জয়ে নেতৃত্ব দেন এ পেসার। ভারতে এবার তিনি ফিরছেন আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হিসেবে।

১. মিচেল স্টার্ক
২৪ কোটি ৭৫ লাখ
কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০২৪

আজই আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হয়েছিলেন কামিন্স। তবে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের সে রেকর্ড বেশিক্ষণ টিকতে দেননি মিচেল স্টার্ক। ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে অস্ট্রেলিয়ান পেসারকে কিনে নিয়েছে কলকাতা। তাঁর ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত গুজরাট টাইটানসের সঙ্গে তুমুল লড়াইয়ের পর নতুন ইতিহাস গড়ে কলকাতা।

মার্কিন বাহিনীর হাতে যেভাবে ধরা পড়েছিলেন সাদ্দাম হোসেন

তেহরান (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইরাকে ২০০৩ সালের মার্কিন নেতৃত্বাধীন অভিযানে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতাচ্যুত হবার পরও আট মাস পালিয়ে ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখে তিকরিত শহরের কাছে ধরা পড়েন তিনি। তাকে সনাক্ত করার জন্য মার্কিন বাহিনী সাহায্য চেয়েছিল মুয়াফাক আল রুবাইয়ের। ইতিহাসের সাক্ষীর এই পর্বে সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন বিবিসির লুইস হিদালগোর কাছে।

মাসের পর মাস অনুসন্ধানের পর সাদ্দাম হোসেনকে পাওয়া গিয়েছিল ভূগর্ভস্থ এক বাংকারে, তার নিজ শহর তিকরিতের কাছে এক খামার বাড়িতে ।

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, আমরা তাকে পেয়েছি ‑ এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা ঘোষণা করেছিলেন ইরাকে মার্কিন প্রশাসক পল ব্রেমার। তার ঘোষণার সাথে সাথে উপস্থিত সবাই ফেটে পড়েছিল উল্লাসে।

সাদ্দাম হোসেন ধরা পড়েছেন ২০০৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত সাড়ে আটটায় ‑ তিকরিতের ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে আদওয়ারের এক ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ থেকে। আমি ইরাকের জনগণের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। আজ ইরাকের জন্য এক স্মরণীয় দিন। কয়েক দশক ধরে আপনাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই নিষ্ঠুর লোকটির হাতে নিপীড়িত হয়েছেন।

এমনি একজন ইরাকি ছিলেন ড. মুয়াফাক আল রুবাই। ১৯৭০এর দশকে যখন ইরাকের ক্ষমতায় সাদ্দাম হোসেনের উত্থান হয় ‑ ড. আল রুবাই তখন কারাগারে । সেখানে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল।

সাদ্দাম হোসেন ইরাকের প্রেসিডেন্ট হন ১৯৭৯ সালে, ‑ আর সে বছরই দেশ ত্যাগ করেন ড. রুবাই।

প্রায় ২৫ বছর পর তিনি দেশে ফেরেন ‑ তাকে আমেরিকানদের বসানো প্রশাসনে নিয়োগ করা হয়। সাদ্দাম যেদিন ধরা পড়েন ‑ সেদিন ড. রুবাই একটি বৈঠক করছিলেন। তার মধ্যেই একজন সহযোগী এসে তার কানে কানে খবরটি দেন।

সেই মুহূর্তটির স্মৃতিচারণ করে ড. আল রুবাই বলছিলেন ‑ আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি, খবরটাও গোপন রাখতে পারিনি। আমার চেহারাতেই বোঝা যাচ্ছিল কি ঘটেছে, বৈঠকে যারা ছিল তারাও তখনি বুঝতে পেরেছিল।

সেই বৈঠক স্বতস্ফূর্তভাবেই ভেঙে গেল, লোকজন উল্লাসে চিৎকার করতে লাগলো, শ্লোগান দিতে লাগলো। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম।

দু হাজার তিন সালের ৯ই এপ্রিল ‑ যেদিন সাদ্দাম হোসেন উৎখাত হলো, সেদিন থেকে সে ধরা পড়া পর্যন্ত ‑ ইরাকের সাধারণ মানুষ বিশ্বাসই করতে পারেনি যে এই শাসকচক্রটি বিদায় নিয়েছে এবং সাদ্দামের পতন হয়েছে।

দেশে তখন নানা রকমের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ভেসে বেড়াচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত সে ধরা না পড়ছে, গ্রেফতার না হচ্ছে ‑ ততক্ষণ লোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে সাদ্দাম হোসেন আর ফিরে আসবে না ‑ বলছিলেন ড. আল রুবাই।

সাদ্দাম হোসেন ‑ যিনি এত দীর্ঘ সময় ধরে লৌহকঠিন হাতে ইরাক শাসন করেছেন ‑ তাকে পাওয়া যায় তার নিজ শহর তিকরিতের কাছে এক খামার বাড়ির একটি ছোট ভূগর্ভস্থ কুঠরিতে লুকানো অবস্থায়।

সেখানকার বর্ণনা দিয়ে বিবিসির একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, প্রথম দেখলে এখানে কি আছে কিছুই বোঝা যায় না। রুক্ষ মাটির ওপর একটা ছোট কুটির। তার চারপাশে নানা রকমের গৃহস্থালী জিনিসপত্রের টুকরোটাকরা ছড়ানো।

এসব আবর্জনার মধ্যে একটা গর্ত ‑ যা ময়লা কাঁথা দিয়ে ঢাকা। তার ভেতরে একটা চোরা দরজা, এমনভাবে লুকানো যা বাইরে থেকে বোঝাই যায়না।

বহু বছর ধরে লক্ষ লক্ষ ইরাকির ওপর প্রভুত্ব করার পর এবং যে বাহিনী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে তাদের হাত থেকে আট মাস পালিয়ে থাকার পর ‑ এই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে সাদ্দাম হোসেন কে পাওয়া যায়।

যে লোকটি প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে থাকতে অভ্যস্ত ‑ তিনিই লুকিয়ে ছিলেন মাটির নিচে এক গর্তের মধ্যে।

ধরা পড়ার পর প্রথম প্রকাশিত ছবিতে সাদ্দামকে দেখা যায় বিধ্বস্ত অপরিচ্ছন্ন, লম্বা চুল দাড়িতে মুখ ঢাকা অবস্থায়।

বিবিসির সাথে কাজ করতেন বশির নামে একজন ইরাকি যুবক। তিনি সাদ্দাম হোসেনকে পছন্দ করতেন না কিন্তু তবু সেই প্রথম ছবিগুলো দেখে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। টিভিতে তার ছবি দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক গুহামানব। যিনি লৌহকঠিন হাতে ইরাক শাসন করতেন, তাকে দেখলাম একজন কয়েদি হিসেবে ‑ এবং তাকে পরীক্ষা করছেন মার্কিন বাহিনীর একজন ডাক্তার । এটা ছিল হতবাক করার মতোই দৃশ্য। মুয়াফাক আল রুবাইকে সেদিনই মার্কিন বাহিনী অনুরোধ করলো যেন তিনি আরো কয়েকজন উর্ধতন ইরাকি রাজনীতিবিদকে নিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে দেখতে যান, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শনাক্ত করেন সেই লোকটিকে ‑ যিনি তার জীবনের অনেকগুলো বছর ধরে ছিলেন এক মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন।

আমাদের হেলিকপ্টারে করে বাগদাদ এয়ারপোর্টে নিযে যাওয়া হলো। প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটি যে সাদ্দাম হোসেনই তা নিশ্চিত করা। ইরাকে আমেরিকান কমান্ডার ছিলেন জেনারেল সানচেজ। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি লোকটিকে দেখতে যেতে চাই কিনা।

তিনি জানতে চাইলেন, আমি কি কাঁচের জানালার ওপাশ থেকে তাকে দেখতে চাই, নাকি ফোনে কথা কথা বলতে চাই, নাকি তার সামনে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়ে তাকে দেখতে চাই।

আমি বললাম ‑ না, আমি তার সাথে সামনাসামনি সাক্ষাত করতে চাই। তার সাথে কথা বলতে চাই তাকে প্রশ্ন করতে চাই। ১৯৭৯ সাল থেকেই তাকে আমি কখনো ভুলতে পারিনি, কারণ তার জন্যই আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল ‑ বলেন মুয়াফাক আল রুবাই।

ড. রুবাই বর্ণনা করছিলেন বন্দী সাদ্দামের সাথে ছোট্ট এক কারা প্রকোষ্ঠে সেই সাক্ষাতের সময় কী ঘটেছিল। আমি দেখলাম তিনি একটা বিছানার এক প্রান্তে মাথা নিচু করে বসে আছেন। তার পরনে সাদা গাউন আর জাম্পার। তার মাথার চুল খুবই এলোমেলো। আমাদের জন্য চারটি চেয়ার দেয়া হলো। আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম। তার পর আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলাম।

প্রথমেই প্রশ্ন করলাম, আপনি কেন ইমাম সদরকে হত্যা করলেন? কেন আপনি ইরান আক্রমণ করলেন? কেন কুয়েত দখল করলেন? কেন কুর্দিদের ওপর বিষপ্রয়োগ করেছিলেন? দক্ষিণ ইরাকে, লক্ষ লক্ষ শিয়াকে হত্যা করে গণকবর দিয়েছিলেন কেন? কেন হাজার হাজার লোকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলেন? এই রকম অসংখ্য প্রশ্ন দিয়ে আমি তাকে আক্রমণ করলাম।

তার উত্তরে হয় সাদ্দাম হোসেন আমার প্রশ্নের উত্তরে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতে লাগলেন, কখনো বা আমার প্রশ্নগুলো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন, অথবা তার কর্মকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গেয়ে সেই সব জবাব দিতে লাগলেন ঠিক যেসব কথা তিনি ক্ষমতায় থাকার সময় বলতেন।

ড. আল রুবাই সাদ্দামের সেই কারাকক্ষে ছিলেন প্রায় এক ঘণ্টা। তিনি সেই ঘরে ঢুকেছিলেন সবার আগে, আর বেরিয়েছিলেনও সবার পরে।

আমার যতগুলো প্রশ্ন করার ছিল তার সবগুলো না করে আমি ঘর ছাড়তে চাইনি। আমার মনে এমন ভাবনাও এসেছিল যে এই লোকটাকে আমরা যদি এখানেই মেরে ফেলি তাহলে কেমন হয়। তাহলে বাইরে গিয়ে জনগণকে এই ভালো খবরটা জানাতে পারি যে সাদ্দাম আর বেঁচে নেই।

কিন্তু পরক্ষণেই আমার সম্বিৎ ফিরলো। আমার মনে হলো, এটাই তো আমার সাথে সাদ্দামের পার্থক্য । আমি চাই তার যথাযথভাবে এবং মানুষের চোখের সামনে একটা বিচার হোক ‑ যে বিচার ইরাকের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

তাই আমি যখন সেই কারাকক্ষ থেকে বের হই, তখন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম ‑ সাদ্দাম হোসেন, তোমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক। সে অশ্রাব্য নোংরা ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো, দুনিয়াতে যত অশ্লীল শব্দ আছে সব মিশিয়ে সে গালাগালি করতে লাগলো।

সাদ্দাম হোসেনের কারাগার থেকে বেরুনোর পর অনেক বছর পর্যন্ত মুয়াফাক আল রুবাই দুঃস্বপ্ন দেখতেন।

তিনি বলেন, ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে সাদ্দামের সাথে সেই সাক্ষাতের পর তিনি আবার সেই সব দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন।

২০০৫ সালের অক্টোবরে বাগদাদে সাদ্দাম হোসেনের বিচার শুরু হয়। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়, আর ২০০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তার ফাঁসি হয়।

মুয়াফাক আল রুবাই সেসময় ছিলেন ইরাকের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা।

সাদ্দামের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সময় যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন ‑ মুয়াফাক আল রুবাইও ছিলেন তাদের একজন।

টুকরো খবর

দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২৫ বছরের যুবকের মৃত্যু, একজন গুরুতর আহত

উত্তর দিনাজপুর ঃ গোয়ালপোখরের কাশি বাড়ি এলাকায় রাজ্য সড়কের উপর ভুটভুটি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক গুরুতর জখম এক। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত ওই যুবকের নাম গোপাল সরকার (২৫)। বাড়ি গোয়ালপোখর থানার পামল এলাকায়। জানা গিয়েছে এদিন পামল থেকে বাইকে নিয়ে সাহাপুরের দিকে যাওয়ার সময় সামনের দিক থেকে আসা একটি ভুটভুটির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গোপাল সরকার নামে ওই যুবকের। ঘটনায় গুরুতর ভাবে জখম হয়েছে আরও একজন। স্হানীয়রা তরিঘরি জখম যুবকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য লোধন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুঃস্ত চা শ্রমিকদের হাতে শীত কম্বল তুলে দিলেন জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট চিকিৎসক। জলপাইগুড়ি জেলার এক বন্ধ চাবাগান, রায়পুর চাবাগানে রবিবার ডাক্তার নিরঞ্জন হালদার ব্যাক্তিগত ভাবে বাড়ীর লোকদের সাথে নিয়ে) একশতটি দরিদ্র পরিবারকে শীতের কষ্ট থেকে বাঁচাতে কম্বল বিতরণ করলেন।

একদিনের উত্তরবঙ্গ সফর সেরে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী

শিলিগুড়ি ঃ একদিনের উত্তরবঙ্গ সফর সেরে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।এদিন শিলিগুড়ি থেকে সড়ক পথ দিয়ে সোজা চলে আসেন বাগডোগরা বিমানবন্দরে। এরপর বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি।

তিনজন টোটো চোরকে গ্রেফতার করলো অশোকনগর থানার পুলিশ উদ্ধার দুটি টোটো

অশোকনগর গুমা এলাকা থেকে শাহজাহান মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে অশোকনগর থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া দুটি টোটো। অশোকনগর থানায় নিয়ে এসে শাহজাহানকে জেরা করে পরেই জানতে পারে মূল পান্ডার নাম। তদন্ত শুরু করে অশোকনগর থানার পুলিশ মূল পান্ডা সৌরভ মন্ডলকে গ্রেফতার করে অশোকনগর থানা। তার বাড়ি স্বরুপ নগর এলাকায়। তার সাথে আরেক পান্ডা সৌরভ মন্ডলকেও গ্রেফতার করে। তারা যে রায় শিকার করেছে দমদম থেকে চুরি করে নিয়ে আসছিল এই টোটোগুলো। অশোকনগর থানার পক্ষ থেকে এই তিনজন চোরকে আজকে বারাসাত আদালতে পাঠানো হল সাত দিনের পিসি রিমান্ডে চেয়ে

২৪ ডিসেম্বরে ব্রিগেড মাঠে গীতা পাঠ করা হবে মঞ্চ তৈরি করে হিন্দুত্ব পার্টি তরফ থেকে।সেই বিগেট মাঠে বাবুঘাট থেকে গঙ্গার জল এনে খুঁটিপুজো করা হয় ।

বীরভূমে পরিত্যক্ত পাথর ক্রাশ্যারের অফিসে হানা, উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক

বীরভূম ঃ বীরভূমের নলহাটি থানার এলাকার চন্দননগর গ্রামে পাথর খাদানে বিস্ফোরক রাখা আছে বলে গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ। সেই খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে খাদানে অভিযান চালায় পুলিশ। তখনই খাদানের ঘর থেকে ২৪০০০ জিলেটিন স্টিক, ২১০০০ ডিটোনেটর ও ১৪ বস্তা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের খোঁজ পান পুলিশ আধিকারিকরা। শুক্রবার রাত থেকে চলা তল্লাশিতে নলহাটি থানা এলাকার চন্দননগর গ্রাম থেকে বিপুল পরিমান বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে জেলা পুলিশ। পরিত্যক্ত পাথর খাদানের ঘরে বিস্ফোরক ও ডিটোনেটরগুলি রাখা ছিল বলে জানা গিয়েছে।উল্লেখ্য গত একবছরের বেশি আগে রামপুরহাটের বগটুই হত্যাকাণ্ডের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন অবৈধ বোমা, অস্ত্র, বিস্ফোরক উদ্ধারের জন্য। কিন্তু লাভ হয়নি। পাথর খাদান এলাকার বিস্ফোরক বেশ কয়েক জায়গায় উদ্ধার হয়েছে যেমন রামপুরহাট থানার পুলিশ কয়েক মাস আগেই রদিপুর গ্রাম থেকে বহু পরিমাণ জিলেটিন স্টিক,ও ডিটোনেটর উদ্ধার করেন তারপরেও চলছে এলাকায় রমরমে ব্যবসা। ২০২২ সালে বীরভূমের মহম্মদবাজারে একটি ট্রাক থেকে ৮১ হাজার জিলেটিন স্টিক উদ্ধার করেছিল STF. সেই ঘটনার তদন্তে চন্দননগর গ্রাম সংলগ্ন একটি খাদানে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গিয়েছিল প্রচুর বিস্ফোরক। সেই ঘটনার তদন্তভার নেয় এনআইএ. বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে এনআইএর আধিকারিকরা দিল্লিতে তিহাড় জেলে গিয়ে সায়গল হোসেনকে জেরা করেন। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, সায়গলই পুলিশের সাহায্যে বিস্ফোরক পাচারের জন্য গ্রিন করিডর তৈরি করে দিত।স্থানীয়দের অবশ্য দাবি, এই বিস্ফোরকের সঙ্গে কোনও নাশকতার যোগ নেই। পাথর খাদানে ব্যবহার করা হয় এই বিস্ফোরক। সবই পুলিশ জানে।

‘রাজ্জাকের বক্তব্যে সরকারে অস্থিরতা, নানামুখী সমালোচনা’

ঢাকা ঃ বিএনপি’র নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ও মুক্তির বিষয়ে কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্যকে ঘিরে নানা বিতর্ক নিয়ে মানবজমিনের প্রধান শিরোনাম, ‘রাজ্জাকের বক্তব্যে সরকারে অস্থিরতা, নানামুখী সমালোচনা’।

খবরে বলা হয়েছে, রোববার একটি বেসরকারি টেলিভিশনে প্রচারিত সাক্ষাৎকারে ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেছিলেন, এক রাতে সব নেতার মুক্তির প্রস্তাবেও রাজি হয়নি বিএনপি। দলটির ২০ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যেটা করেছি আমরা চিন্তাভাবনা করেই করেছি।

তার এই বক্তব্য প্রচারের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া আসে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফেও নানা প্রতিক্রিয়া এসেছে। কৃষিমন্ত্রীর এই বক্তব্যে দল এবং সরকারেও অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলোর ওপর ধরপাকড়, গ্রেপ্তার, মামলা ও সাজা দেয়ার বিষয়ে দেশ বিদেশে সমালোচনা হচ্ছিল। কিন্তু সরকার এসবকে শুধুই আইনের বিষয় বলে এড়িয়ে আসছিল। কিন্তু ড. রাজ্জাকের এই বক্তব্যে বিরোধীদের দাবিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এতে নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে সরকারি মহলেও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। মি. রাজ্জাকের বক্তব্যকে তার ব্যক্তিগত মত উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি জানান, ড. রাজ্জাক যে প্রস্তাবের কথা বলেছেন, এমন কোনো প্রস্তাব সরকার বিএনপিকে দেয়নি। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, নাটকীয় কিছু না ঘটলে বিএনপিবিহীন নির্বাচনে আওয়ামীলীগের জয় অনেকটাই নিশ্চিত। তবে বড় প্রশ্ন এই সংসদে প্রধান বিরোধী দল হবে কারা? জাতীয় পার্টিকে ছাড় দেওয়া ২৬ আসনে নৌকার প্রার্থী সরলেও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বঞ্চিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৩ আসনে চ্যালেঞ্জে ফেলেছে লাঙ্গলকে। আবার দুটি আসনে নিজ দলের এমপিরা স্বতন্ত্র হয়ে বিপদ বাড়িয়েছেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসনের নৌকার ডোবাতে পারেন এমন স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও ভীতি ছড়াচ্ছেন ক্ষমতাসীন দলে। ফলে আগামী সংসদে সংখ্যায় জাতীয় পার্টিকে যেতে পারে স্বতন্ত্র এমপিরা।

প্রতীক বরাদ্দ ও প্রচারাভিযানে নামা নিয়ে যুগান্তরের প্রধান শিরোনাম, ‘প্রতীক নিয়ে প্রচারযুদ্ধে প্রার্থীরা’। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই ও প্রত্যাহার পর্ব শেষে ১৯০৪ প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ শেষ হয়েছে। প্রতীক বরাদ্দ পেয়েই প্রচারে নেমেছেন আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন দলের মনোনীত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। প্রথম দিনেই মিছিল, লিফলেট বিতরণ, আলোচনা ও মতবিনিময় সভাসহ অংশ নিয়েছেন নানা কর্মসূচিতে। বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি নিয়ে তারা ছুটছেন ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে। তুলে ধরছেন নির্বাচনি এলাকা নিয়ে নিজেদের নানা পরিকল্পনাও। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকরা। শুরু হয়েছে পোস্টার লাগানো। প্রথম দিনই প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা জমজমাট নির্বাচনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। আজ থেকে প্রার্থীদের কর্মী সমর্থকরা মিছিল নিয়ে শোডাউন করবেন। এই প্রচার আগামী ৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ মোট ২৮টি দল অংশ নিচ্ছে। এসব দলের মোট ১৫৪৬ জন প্রার্থী দলীয় প্রতীক নিয়ে ভোটের মাঠে নেমেছেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৬৩ আসনে, জাতীয় পার্টি ২৮৩ আসনের প্রার্থীরা প্রচারে নেমেছেন।

বিএনপির কর্মসূচিতে পরিবর্তন নিয়ে প্রথম আলোর প্রথম পাতার খবর, ‘এবার ভোট প্রত্যাখ্যান কর্মসূচি বিএনপির’। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, হরতাল অবরোধের পাশাপাশি এবারে সরকারের একতরফা ভোট প্রত্যাখ্যান উদ্বুদ্ধকরন কর্মসূচি নিয়ে আসছে বিএনপি। এই লক্ষ্যে দেশবাসীকে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে প্রচারপত্র তৈরি করা হচ্ছে বলে প্রথম আলোকে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো। আপাতত ভোটের দিন পর্যন্ত হরতাল অবরোধেই থাকার বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছে বিএনপি। এর ফাঁকে ফাঁকে সারাদেশে ভোটবিরোধী এই প্রচারপত্র বিক্রি করা হবে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনায় ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৮ই ডিসেম্বর থেকে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্বাচনে কাজে বাধা হতে পারে এমন রাজনৈতিক কর্মসূচির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। বিএনপির দায়িত্বশীল নেতারা জানিয়েছেন, হঠাৎ এই নিষেধ থাকার কারণে ভোটের দিন পর্যন্ত সভা সমাবেশের কর্মসূচি করা আরো কঠিন হয়ে পড়েছে। এ কারণে ভোটের দিন পর্যন্ত হরতাল অবরোধের কর্মসূচিতেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নীতি নির্ধারণের নেতারা। তবে নির্বাচনের সপ্তাহ জানুয়ারি মাসের শুরু থেকে সব বিরোধী দলকে সমন্বয় করে একটি সর্বাত্মক কর্মসূচি ঘোষণার চিন্তাভাবনা করছেন নীতি নির্ধারণের নেতারা।

প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, গত ২৮শে অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির কর্মসূচির দিন পুলিশকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় পল্টন থানায় দায়ের করা মামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল আলমগীর ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন। সেইসাথে তিনি দুই বিএনপি নেতার রিমান্ড আবেদনও নাকচ করে দেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে ম্যাজিস্ট্রেট দুজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এছাড়া গতকাল নয়টি মামলায় ফখরুলের জামিন আবেদন গ্রহণ, শুনানি ও নিষ্পত্তি করতে সিএমএম আদালতকে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের আগে বিএনপি এবং এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সাজাপ্রাপ্ত হওয়া উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। আইনজীবীদের মতে, পহেলা আগস্ট থেকে ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত এক হাজার ২৫৭ জন বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে বিভিন্ন মামলায় ঢাকার বিভিন্ন আদালতে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সাজাপ্রাপ্তদের বেশিরভাগই বিএনপির।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর

রাঁচি বুধবার 8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
20:12:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

হরতালের শুরুতে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে নাশকতা, আগুনে মাশিশুসহ চারজন নিহত

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে বিএনপি ও জামায়াতের ডাকা হরতালের শুরুতে ঢাকায় একটি যাত্রীবাহী ট্রেনে আগুন দেয়া হলে মা ও শিশু সন্তানসহ অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে নেত্রকোনা থেকে ঢাকাগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে দুর্বৃত্তরা আগুন দিলে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস তেজগাঁও এলাকা বিমানবন্দর এলাকা পার হয়ে খিলক্ষেতের দিকে এলে কয়েকটি বগিতে আগুন দেখতে পান যাত্রীরা। তখন তারা চিৎকার করতে শুরু করলে তেজগাঁও স্টেশনে এসে চালক ট্রেনটি থামিয়ে দেন। এরপর ফায়ার সার্ভিস সেখানে এসে আগুন

নেভাতে শুরু করে। গত ১৩ই ডিসেম্বর বিএনপির অবরোধের মধ্যে গাজীপুরের ভাওয়ালে রেল লাইন কেটে ফেলায় এই মোহনগঞ্জ একপ্রেসের সাতটি বগিসহ উল্টে পড়েছিল। সেই ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয় এবং একদিন ধরে ওই লাইনে রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়েছিল। ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার নাজিমউদ্দিন সরকার বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, আমরা খবর পেয়ে দেড় ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলি। পরে একটি বগিতে চারজনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে মা ও শিশু রয়েছে। অন্য দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ।

চীনে ভূমিকম্পে শতাধিক মানুষ নিহত

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ সোমবার মধ্যরাতে গানসু প্রদেশে ভূমিকম্পটি প্রথম আঘাত হানে, যাতে পার্শ্ববর্তী কিংহাই প্রদেশেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পে অন্তত ১১১ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরো অন্তত ২২০ জন।

দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া বলছে, সোমবার মধ্যরাতে গানসু প্রদেশে ভূমিকম্পটি প্রথম আঘাত হানে, যাতে পার্শ্ববর্তী কিংহাই প্রদেশেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উভয় প্রদেশেই অসংখ্য ভবন ভেঙে পড়েছে, যার ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) বলছে, এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৯ এবং গভীরতা ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার (ছয় মাইল)।

ঘটনাটি সোমবার মধ্যরাতে ঘটলেও মঙ্গলবার ভোর থেকে পুরোদমে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে।

ভূমিকম্পের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আহবান জানিয়েছেন, যন তারা উদ্ধার তৎপরতা চালানোর পাশাপাশি সময়মতো আহতদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে হতাহতের সংখ্যা কমিয়ে আনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যান।

স্থানীয় কর্মীরা প্রাথমিকভাবে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছে। পাশাপাশি কেন্দ্র থেকেও জরুরীভিত্তিতে প্রদেশ দু'টিতে উদ্ধারকর্মী পাঠানো হয়েছে।

সিনহুয়া জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত গানসু প্রদেশে অন্তত একশ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

২০১৩ সালে সিচুয়ান প্রদেশে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছিল।

এছাড়া প্রদেশটিতে আরও অন্তত ৯৬ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ভূমিকম্পে কিংহাই প্রদেশে অন্তত ১১ জন মারা গেছেন। এছাড়া আরও অন্তত ১২৪ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

আহতদের মধ্যে যাদের অবস্থা গুরুতর, তাদেরকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভূমিকম্পের বেশ কিছু ভিডিও পাওয়া গেছে, যাতে দেখা অসংখ্য ভবন ধ্বসে পড়েছে।

সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে কর্মীরা।

ভূমিকম্পের পর গানসু এবং কিংহাই প্রদেশের বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহও ব্যাহত হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সিচুয়ান প্রদেশে ৬.৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল।

চীন এমন একটি অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্লেট, বিশেষ করে ইউরেশীয়, ভারতীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট মিলিত হয়েছে।

ফলে এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে।

এর আগে, গত সেপ্টেম্বর মাসে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সিচুয়ান প্রদেশে ৬.৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল।

তখন প্রদেশটিতে ৬০ জনেরও বেশি মানুষ মারা যাওয়ার পাশাপাশি বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

তারও আগে, ২০১৩ সালে সিচুয়ানে আরও একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছিল, যাতে দেড় শতাধিক মানুষ নিহত এবং প্রায় ছয় হাজার মানুষ আহত হয়েছিল।

আর ২০১০ সালে চীনের পশ্চিমাঞ্চলে চিংহাই প্রদেশে ভূমিকম্পে মারা গিয়েছিল অন্তত চারশ জন মানুষ।

তবে গানসুতে সবচেয়ে মারাত্মক ভূমিকম্পটি হয়েছিল ১৯২০ সালে, যেটিকে একই সাথে গত শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প বলা হয়ে থাকে।

ঐ ভূমিকম্পে চীনের দুই লাখেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের মন গলাতে নিরাপত্তা পরিষদে তোলা প্রস্তাবে ভাষা বদল

জেনেভা (এজেন্সী)ঃ ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তোলা একটি প্রস্তাবের ওপর আজ মঙ্গলবার ভোট হতে যাচ্ছে। এই প্রস্তাবে যেন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ না করে, সে জন্য চলছে আলোচনা।

নিরাপত্তা পরিষদে সর্বশেষ এই ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল গতকাল সোমবার। তবে তা এক দিন পেছানো হয়। প্রস্তাবে 'গাজায় বাধাহীনভাবে মানবিক সহায়তা প্রবেশের সুযোগ করে দিতে জরুরিভিত্তিতে স্থায়ীভাবে সংঘাত বন্ধের' আহ্বান জানানো হয়। তবে কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, ওই প্রস্তাবের ভাষায় কাটছাঁট করে নতুন করে 'জরুরিভিত্তিতে সংঘাত বন্ধের' আহ্বান জানানো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করতে এবং প্রস্তাবের অনুমোদনের বিষয়ে একটি সমঝোতায় আসতে ভাষায় আরও বদল আনা হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে আল-জাজিরার সংবাদদাতা গ্যাব্রিয়েল এলিজোনডো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল বলেছে, কোনো প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতির মতো শব্দ ব্যবহার করা হলে তা শুধু হামাসকেই সুবিধা দেবে। ফলে আগের মতোই যুক্তরাষ্ট্র ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। আমাদের ধারণা, তাই তারা নতুন প্রস্তাবে ভাষাগত কিছু কাজ করছে।' এর আগে ৮ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় 'অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির' আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব তোলা হয়েছিল। ওই প্রস্তাবের পক্ষে পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৩টিই ভোট দেয়। ভোটদানে বিরত ছিল যুক্তরাজ্য। তবে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করলে প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে যায়।

পরে গত সপ্তাহে জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদে একই ধরনের একটি প্রস্তাব নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদন পায়। তবে সাধারণ পরিষদে পাস হওয়া কোনো প্রস্তাব মানার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই।

গাজায় প্রতি ঘণ্টা, প্রতি দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ড। এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'নিরাপত্তা পরিষদে ভোট মঙ্গলবার পর্যন্ত পেছানোর অর্থ হলো, প্রস্তাবের ভাষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। খুব সম্ভবত এটা করা হয়েছে এক বা একাধিক দেশের ভেটো এড়ানোর জন্য।'

'হাউজ অব সাবাহ' - কুয়েতের রাজপরিবারের কাহিনী

রিয়াদ ঃ সৌদি আরব ও ইরাক বেষ্টিত মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েতকে গত তিনশ বছর ধরে শাসন করে আসছে দেশটির আল সাবাহ পরিবার।

কুয়েতের সংবিধান অনুযায়ী, আমির এবং ক্রাউন প্রিন্স পদের উত্তরাধিকার ঐতিহ্যগতভাবে শুধুমাত্র মুবারক আল-সাবাহ-এর বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আমরা আজ যে উন্নত কুয়েতকে চিনি তাকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সম্পূর্ণ যাত্রা জুড়ে ছিল এই পরিবারটি।

উপসাগরীয় যেকোনো নির্বাচিত সংস্থার চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখে এই আল সাবাহ পরিবার। যেকোনো সরকারী এবং নির্বাহী পদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তাদের।

দেশটিতে আমির পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া এবং নির্বাচন ডাক দেয়ার ক্ষমতাও রাখেন।

এমনকি রাজনৈতিক বিষয়ে আমিরের কথাই শেষ কথা বলে স্বীকৃত। তবে পার্লামেন্টের বিরোধী দল প্রকাশ্যে সাবাহদের সমালোচনা করতে পারেন।

শনিবার দেশটির আমির নওয়াফ আল-আহমদ আল-যাবের আল-সাবাহের মৃত্যুতে সোমবার বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হচ্ছে।

আল সাবাহ পরিবারের ইতিহাস কুয়েত পিডিয়ার তথ্যানুযায়ী, আল সাবাহ মূলত পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে বড় উপজাতি গোষ্ঠী 'আনাজা' থেকে এসেছে।

যারা ছিল আদনানি আরব উপজাতি। অর্থাৎ যারা আনজা বিন আসাদ বিন রাবিয়া বিন নিজর বিন মাদ বিন আদনান বংশধারার অন্তর্ভুক্ত।

কুয়েতের ইতিহাস নিয়ে লেখা 'দ্য অরিজিন অব কুয়েত' বই অনুসারে, আল সাবাহ পরিবারের উদ্ভব হয়েছে বনি উতবাহ সংঘ থেকে।

সেখানে বলা হয়, ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য আরবে খরা দেখা দিলে সাবাহ পরিবার সেখান থেকে পালিয়ে প্রথমে দক্ষিণে যায়। এরপর বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপনের চেষ্টা করলেও তারা পারেনি। পরে তারা উত্তর কুয়েতের পথে পা বাড়ান। সেখানে পানি উৎস খুঁজে পেলে অবশেষে তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন।

যাত্রার এই শেষ পর্যায়কে অ্যারাবিক ভাষায় আতাবুইলা আল-শিমাল বা উত্তরে সরে যাওয়া বলা হয়।

সেখান থেকে বনি উতুব বা বনি উতবাহ নামের উৎপত্তি। কুয়েতে বসতি স্থাপনের পরপরই সাবাহরা ওই অঞ্চল শাসন করতে শুরু করে।

মুখে মুখে প্রচলিত আরেক ইতিহাস অনুযায়ী, আল সাবাহ পরিবার কুয়েতে বসবাসের আগে দক্ষিণ ইরান এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে বসতি স্থাপন করেছিল।

এরপর ১৭শ শতকের শুরুর দিকে আজকের কুয়েতে বসতি স্থাপন করে। সেখানে একজন সাবাহ নেতা হন, ১৭৬২ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কুয়েত শাসন করেছেন।

আল-সাবাহ পরিবারের গোড়াপত্তন করেছিলেন আমির সাবাহ প্রথম জাবের আল-সাবাহ।

যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৭৫২ থেকে ১৭৭৬ সাল পর্যন্ত দেশটি শাসন করেছেন এখন তাদের ১৭ তম বংশধর দেশের শাসনভার গ্রহণ করলো।

আজ কুয়েত বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম তেল সমৃদ্ধ দেশ এবং দেশটির জনসংখ্যা ৪৮ লাখ, যার মধ্যে ৩৪ লাখই বিদেশী কর্মী।

অটোমানদের হুমকির মুখে ১৮৯৯ সালে কুয়েতকে একটি ব্রিটিশ আশ্রিত দেশ বলে ঘোষণা করা হয়। সেই সময়ে সাবাহ পরিবার কুয়েতের আমির শাসন ক্ষমতায় থাকলেও ব্রিটিশ সংরক্ষণাধীন দেশ হিসাবেই বিবেচিত হতো।

১৯৬১ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভ করে কুয়েত।

বহুদিন যুবরাজ ছিলেন শেখ নওয়াফ

শেখ নওয়াফ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ কুয়েতের ষোড়শ আমির এবং ১৯৬১ সালে দেশটি যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে তিনি ষষ্ঠ আমির।

সেই থেকে তিনি দেশটির অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন।

শেখ নওয়াফ ১৯৩৭ সালের ২৫শে জুন কুয়েত সিটির ফারিজ আল-শুইউখে জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে ওঠেন কুয়েত সিটির দাসমান প্যালেসে।

তখন তার বাবা শেখ আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ কুয়েতের ক্ষমতায় ছিলেন। শেখ নওয়াফ ছিলেন তার পঞ্চম পুত্র। তিনি কুয়েতের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র আল মুবারকিয়াসহ বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা করেছেন।

তিনি ১৯৫০-এর দশকে শরিফা সুলাইমান আল-জাসেম আল-ঘানিমকে বিয়ে করেন। ওই সংসারে, তাদের চার ছেলে এবং এক মেয়ে সন্তান রয়েছে।

শেখ নওয়াফ ১৯৬২ সালে হাওয়ালি রাজ্যের গভর্নর থেকে শুরু করে ১৬ বছর ধরে অনেক রাজনৈতিক পদে আসীন ছিলেন, তারপর তিনি ১৯৭৮ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন।

ইরাক যখন ১৯৯০ সালে কুয়েত আক্রমণ করে এবং দখল করে, তখন তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন এবং পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

আনাদৌলু এজেন্সির খবরে বলা হচ্ছে, শেখ নওয়াফ ২০০৬ সালে ক্রাউন প্রিন্স মনোনীত হন এবং টানা ১৪ বছর এই পদে ছিল।

তখন টানা দশ বছর আমির পদে ছিলেন তার সৎ ভাই শেখ সাবাহ আল-আহমাদ আল-সাবাহ।তিনি মারা যাওয়ার পর ২০২০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর শেখ নওয়াফ আমির হন।

এরপর তিন বছর ধরে তিনি তেল সমৃদ্ধ দেশটিকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তাকে কুয়েত এবং আরব অঞ্চলের প্রধান কূটনীতিক বলা হয়।

নতুন আমির শেখ মেশাল

শেখ নওয়াফের মৃত্যুর পর কুয়েতের নতুন আমির হিসেবে ৮৩ বছর বয়সী শেখ মেশাল আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ-এর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি শেখ নওয়াফের চাচাতো ভাই। আমির হওয়ার আগে তিনি ক্রাউন প্রিন্স পদে ছিলেন। রয়টার্সের খবরে বলা হয় যখন শেখ নওয়াফ অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন আমিরের বেশিরভাগ দায়িত্ব তিনিই পালন করতেন।

কুয়েতের সংবিধান এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকার আইন অনুসারে, আমির মেশাল হলেন দেশের সপ্তদশতম শাসক এবং দেশের ইতিহাসে পার্লামেন্টের সামনে সাংবিধানিক শপথ গ্রহণ করা পঞ্চম শাসক। কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্সের ওয়েবসাইট অনুসারে, শেখ মেশাল ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং শাসক পরিবারে বেড়ে ওঠেন।

তিনিও আল-মুবারাকিয়া স্কুলে পড়াশোনা করেন । এরপর যুক্তরাজ্যের হেন্ডন পুলিশ কলেজে পুলিশ সায়েন্স বিষয়ে পড়াশোনা করেন।

১৯৬০ সালে স্নাতক পাস করার পর তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। এরপর তিনি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নতুন এই আমির যিনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন কুয়েতের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে। শেখ মেশাল কুয়েতের নিরাপত্তা ও সামরিক খাতের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন।

আনাদৌলু এজেন্সির তথ্যমতে, শেখ মেশাল ২০২০ সালের ৮ই অক্টোবর, ক্রাউন প্রিন্সের পদ গ্রহণ করেন। তার পূর্বসূরির মৃত্যুর আগে শেখ মেশালও ডেপুটি আমীরের পদে আসীন ছিলেন। তিনি তার এক বক্তৃতায় মন্ত্রিপরিষদ এবং পার্লামেন্টের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছেন।

শেখ নওয়াফের মৃত্যু

কুয়েতের আমির শেখ নওয়াফ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ ৮৬ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন বলে শনিবার কুয়েতের রাষ্ট্রীয় টিভি ঘোষণা করেছে।

তার মৃত্যুর খবর ঘোষণার আগে দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন তার নিয়মিত অনুষ্ঠানের সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়ে কোরআন তেলাওয়াতে চলে যায়।

তারপর এক বিবৃতিতে বলা হয়, শেখ নওয়াফ আল-আহমাদ আল-সাবাহ-এর মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করছি... ।

কুয়েতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গত মাসের শেষের দিকে জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে আমিরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার অসুস্থতা বা মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

তার এই মৃত্যুর ঘটনায় কুয়েতে ৪০ দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে এবং সরকারি অফিস তিনদিন বন্ধ রাখা হয়েছে।

এদিকে বিশ্ব নেতারা শেখ নওয়াফের মৃত্যুতে শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে এবং তারা আল সাবাহ পরিবার এবং কুয়েতের জনগণের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

জ্ঞানবাপি মামলায় মুসলমানদের সব আবেদন খারিজ এলাহাবাদ হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ ভারতের উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ হাইকোর্ট জ্ঞানবাপি মামলায় মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও উত্তর প্রদেশ সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের রুজু করা সব আবেদন খারিজ করে দিলেন। আজ মঙ্গলবার ওই সব দেওয়ানি মামলার আবেদন খারিজ করে বিচারপতি রোহিত রঞ্জন আগরওয়াল বলেন, মামলাগুলো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসংবলিত বিষয়। বারানসির কাশী বিশ্বনাথ মন্দির লাগোয়া জ্ঞানবাপি মসজিদ হিন্দুদের মন্দির ভেঙে তৈরি বলে হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশের দাবি। সেই দাবি আদায়ে নিম্ন আদালতে মামলাও করা হয়েছিল। এতে মসজিদের জায়গায় মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পূজার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। পাল্টা মামলা করা হয় মসজিদ কর্তৃপক্ষের তরফে। তাঁদের দাবি ছিল, ১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় ধর্মস্থান আইন অনুযায়ী ওই মামলা খারিজ করা হোক। হাইকোর্ট সেই দাবি নাকচ করে জানিয়েছেন, ১৯৯১ সালে বারানসির নিম্ন আদালতে যে দেওয়ানি মামলা করা হয়েছিল, আগামী ছয় মাসের মধ্যে তার নিষ্পত্তি করতে হবে। ১৯৯১ সালে বিতর্কিত স্থলে 'ভগবান আদি বিশ্বেশ্বর বিরাজমান'-এর পক্ষে এক আবেদনে পূজার অনুমতি চেয়ে বারানসি নিম্ন আদালতে মামলা করা হয়। সেই মামলা চ্যালেঞ্জ করে মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। তাদের দাবি ছিল, ওই মামলা ১৯৯১ সালের ধর্মস্থান আইনের পরিপন্থী। ওই আইনে বলা আছে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশের ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোর চরিত্র যেমন ছিল, তার বদল ঘটানো যাবে না। ওই আইনে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল অযোধ্যার বিতর্কিত রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ, যেহেতু সেই সময় সেই বিবাদ ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। হিন্দু মামলাকারীদের যুক্তি ছিল, জ্ঞানবাপি বিতর্ক স্বাধীনতার আগে থেকেই চলছে। তাই ১৯৯১ সালের কেন্দ্রীয় আইনের আওতায় পড়ে না। বিচারপতি রোহিত রঞ্জন আগরওয়াল আজ মঙ্গলবার তাঁর রায়ে বলেন, ১৯৯১ সালে করা মামলাটি ওই বছর প্রণীত কেন্দ্রীয় আইনের আওতাভুক্ত নয়। তাই মামলাটি বিচারযোগ্য। বিতর্কিত মসজিদের একটি মাত্র ধর্মীয় চরিত্র থাকতে হবে হয় মুসলমান, নয় হিন্দু।